কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে নগণ্য ভাবে

محرمات استهان بها الناس – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

محرمات استهان بها كثير من الناس يجب الحذر منها

ترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

محرمات استهان بها الناس / المنجد محمد صالح

١٣٨ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : x-١٢- ٨٦٤-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-الحلال والحرام أ. العنوان

ديوي ٢٥٩ ١٤٢٤/٢٢٨

رقم الإيداع : ١٤٢٤/٢٢٨

ردمك : x-١٢- ٨٦٤-٩٩٦٠

المحرمات

কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে নগণ্য ভাবে

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই এবং আমাদের আত্মার মন্দ ও নোংরা আমল থেকে তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে ভ্রষ্ট করার কেউ নেই এবং তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়েত দানকারীও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল।

পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ কিছু কাজ ফরয করেছেন, যা নষ্ট করা বৈধ নয়। কিছু সীমা নির্ধারিত করেছেন, যা লঙ্ঘন করা জায়েয নয় এবং কিছু বস্তু হারাম করেছেন, যাতে পতিত হওয়া ঠিক নয়। রাসূলুল্লা-ﷺ-বলেছেন,

مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِياً ثُمَّ تَلاَ هذة الآية ﴿ وَمَا

كَانَ رَبُّكَ نَسِيّا﴾ [رواه الحاكم وحسنه الألباني]

"আল্লাহ তাঁর গ্রন্থে যা হালাল করেছেন, তা-ই হল হালাল এবং যা হারাম করেছেন, তা-ই হল হারাম। আর যেগুলো সম্পর্কে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা দয়াপূর্বক, ভুলে গিয়ে নয়। অতএব, আল্লাহর দয়াকে তোমরা গ্রহণ করে নাও। তিনি অবশ্যই ভুলেন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন। যার অর্থ "আপনার প্রতিপিলক বিস্মৃত হওয়ার নন।" (ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। শরীয়তের হারাম জিনিসগুলো হল মহান আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমা। "এই হল আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমা। অতএব এর ধারে কাছেও যেও না।" (সূরা বাক্বারা ১৮৭) এমন লোককে আল্লাহ ধমক দিয়েছেন, যে তাঁর সীমা অতিক্রম করে এবং তাঁর হারামকৃত জিনিসে পতিত হয়। তিনি বলেন,

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء ١٤]

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য হবে অপমানজনক শাস্তি।" (নিসা ১৪) হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকা যে অপরিহার্য, তা রাসূলে করীম-ﷺ-এর (নিম্নের) বাণীর দ্বারা প্রমাণিত,

((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَاسْتَطَعْتُمْ)) مسلم

"যে জিনিস থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি, তা থেকে তোমরা বিরত থাক। আর যা করতে আদেশ করেছি, তা সাধ্যানুসারে কর।"

(মুসলিম ১৩৩৭) তবে বাস্তবে যা লক্ষ্য করা যায় তা হল এই যে, অনেকে যারা স্বীয় প্রবৃত্তির পূজা করে, মন যাদের দুর্বল এবং জ্ঞান যাদের স্বল্প, তারা যখন বার বার হারাম জিনিসের কথা শোনে, তখন তারা অস্থির হয়ে এইভাবে তাদের বেদনা প্রকাশ করে যে, প্রত্যেক জিনিসই হারাম? এমন কোনো জিনিস নেই, যাকে তোমরা হারাম বল না। তোমরা আমাদের জীবনটাকে তিক্ত করে তুলেছ, আমাদের জীবনযাপনকে অস্থির করে তুলেছো এবং আমাদের অন্তরকে সংকীর্ণ করে দিয়েছ। "হারাম হারাম" এ ছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই নেই। অথচ দ্বীন অতি সহজ। দ্বীনে রয়েছে প্রশস্ততা। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। এদের প্রতিবাদ করে বলব, অবশ্যই মহান আল্লাহ যেভাবে চান নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। তিনি যা ইচ্ছা হালাল করেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেন। আর আমাদের নিকট তাঁর দাসত্বের দাবী হল, তাঁর নির্দেশকে হৃষ্টচিত্তে পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া।

পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধান তাঁর জ্ঞান, কৌশল ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। খেল-তামাশা ও অনর্থক নয়। তিনি বলেন,

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

[الأنعام ١١٥]

"তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোনো পরিবর্তনকারী নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।" (আনআ'ম ১১৫) আর মহান আল্লাহ আমাদেরকে এমন নিয়ম-নীতিও বলে দিয়েছেন, যার উপর হালাল ও হারাম প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি বলেন,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف ١٥٧]

“তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন ও নিষিদ্ধ করেছেন হারাম বস্তুসমূহ।” (সূরা আ’রাফ১৫৭) অতএব পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম। আর হালাল ও হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কাজেই কেউ যদি এই অধিকারের দাবী করে, অথবা অন্য কারো এই অধিকার আছে বলে মনে করে, তবে সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে এমন বড় কুফরী সম্পাদনকারী রূপে বিবেচিত হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله ﴾ [الشورى ٥٢]

“এদের কি এমন কতকগুলি অংশী (উপাস্য) আছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ এদেরকে দেননি?” (শুরা ২১) তাছাড়া কিতাব ও সুন্নাহর বিশেষ জ্ঞান রাখে এমন জ্ঞানীজন ব্যতীত হালাল ও হারাম সম্পর্কে কথা বলা, অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। যারা জ্ঞান ছাড়াই এ ব্যাপারে কথা বলে, তাদের সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী ঘোষিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ [النحل ١١٦]

“তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে, তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম।” (নাহল ১১৬) অকাট্য হারাম জিনিসগুলো তো কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ﴾ [الأنعام ١٥١]

"বল, এসো, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তা এই যে, তোমরা কোনো কিছুকে তাঁর অংশী করবে না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।" (সূরা আনআম ১৫১) অনুরূপ সুন্নতেও অনেক হারাম জিনিসের উল্লেখ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণী,

((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَالمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَالخِنْزِيْرَوَثَمَنَهُ)) [رواه أبوداود متفق على صحته] وقوله-ﷺ- ((إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ)) [رواه الدارقطني وهو حديث صحيح]

"নিশ্চয় আল্লাহ মদ ও তা থেকে উপার্জিত অর্থ, মৃত জীব ও তা থেকে উপার্জিত অর্থ এবং শূকর ও তা থেকে উপার্জিত অর্থ হারাম করেছেন।" (হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন)। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ যখন কোনো জিনিসকে হারাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।" (দার কুতনী, হাদীসটি বিশুদ্ধ)। আর কুরআনের অনেক আয়াতে বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ বিশেষ হারাম জিনিসগুলো তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ খাদ্যজাতীয় হারামের কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ﴾ [المائدة ٣]

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ। তা ছাড়া যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে বলি দেওয়া হয়। আর সেই সাথে জুয়া খেলার মাধ্যমে ভাগ্য সম্পর্কে জেনে নেওয়াও তোমাদের জন্য যায়েয নয়।" (সূরা মায়েদা ৩) অনুরূপ মহান আল্লাহ কোন্ কোন্ মহিলাদের সাথে বিবাহ করা হারাম তার উল্লেখ করে বলেন,

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء ٢٣]

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনীকন্যা, তোমাদের সেই মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন এবং তোমাদের শ্বশুড়ীগণ।" (সূরা নিসা ২৩) অনুরূপ আল্লাহ হারাম উপার্জনের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন,

﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة ٢٧٥]

"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন।" (সূরা বাক্বরা ২৭৫) মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই অনুকম্পাশীল। তাই তিনি অনেক প্রকারের অসংখ্য পবিত্র জিনিস আমাদের জন্য হালাল করেছেন। এ জন্যই বৈধ ও হালাল জিনিস যে কত তার সঠিক সংখ্যা বলে দেননি। কেননা, তা অসংখ্য। পক্ষান্তরে অবৈধ ও হারাম জিনিসগুলোর সংখ্যা বলে দিয়েছেন, যাতে আমরা সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে, তা থেকে বাঁচতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام ١١٩]

"আল্লাহ ঐসব জিনিসের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন; আর নিরুপায় হলে সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল।"(সূরা আনআম ১১৯) আর পবিত্র জিনিসগুলির হালাল হওয়ার ঘোষণা সাধারণভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً ﴾ [البقرة ١٦٨]

"হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর।" (সূরা বাক্বারা ১৬৮) আর এটা আল্লাহরই রহমত যে, তিনি প্রত্যেক জিনিসের এই গুণ নির্ধারিত ক'রে দিয়েছেন যে, তা হালাল, যতক্ষণ না তা হারাম হওয়ার প্রমাণ থাকবে। এটা হল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর বিশেষ উদারতা। কাজেই আমাদের উচিত হল, তাঁর আনুগত্য, প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

অনেক মানুষের সামনে যখন হারাম জিনিসের বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যান পেশ করা হয়, তখন তারা শরীয়তী বিধানের কারণে আন্তরিক সংকীর্ণতা

অনুভব করে। তারা কি চায় যে, তাদের সামনে সমস্ত প্রকারের হালাল জিনিসগুলো গুণে গুণে পেশ করা হোক, যাতে তারা তুষ্ট হয় যে, দ্বীন আসলেই সহজ? তারা কি চায় যে, তাদের সামনে যাবতীয় প্রকারের পবিত্র জিনিসগুলি গণে গণে পেশ করা হোক, যাতে তারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে যে, শরীয়ত তাদের জীবনকে অতৃপ্ত করতে চায় না? তারা কি শুনতে চায় যে, যবাইকৃত উটের, গরুর, ছাগলের, খরগোশের, হরিণের, পাহাড়ী ছাগলের, মুর গীর, পাতিহাঁসের, বেলেহাঁসের এবং উটপাখীর মাংস হালাল ও মৃত পঙ্গপাল ও মাছ হালাল? শাক-সব্জী, তরি-তরকারি, ফলমূল এবং যাবতীয় উপকারী শস্য ও ফলজাতীয় জিনিস হালাল? পানি, দুধ, মধু, তেল এবং সিরকা হালাল? লবণ, মশলা এবং অন্য যাবতীয় প্রকারের মশলাজাতীয় জিনিস হালাল? কাঠ, লোহা, বালি, পাথর, প্লাস্টিক, কাঁচ এবং রবার ব্যবহার করা হালাল? চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের উপর, গাড়িতে, ট্রেনে এবং পানির জাহাজে ও প্লেনে আরোহণ করা হালাল? এ সি, ফ্রিজ, কাপড় ধোয়া মেশিন, শুষ্ককারী (ড্রাই) মেশিন, আটা পেষাই, খামীর, কীমা ও ফলের রস তৈরী করা মেশিন এবং ডাক্তারী, যন্ত্রবিদ্যায়, অংকে, মহাশূন্য সম্পর্কিত বিষয়ের জ্ঞান লাভে, ঘর-বাড়ি তৈরী করার কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় মেশিন, অনুরূপ পাতাল থেকে পানি, তেল, খনিজপদার্থ নিষ্কাশন ও পানি পরি-শোধনের মেশিন এবং ছাপাই প্রেস ও কম্পিউটার সবই হালাল? তুলার, সুতীর, উলের, উট ইত্যাদির পশমের, বৈধ চামড়ার, নাইলনের এবং পলিয়েষ্টর তৈরী পোশাক পরিধান করা হালাল? বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয়, কারো দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ, ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব কারো উপর সমর্পণ, ছুতোর, কামারের পেশা এবং মেশিনাদি মেরামত করা ও ছাগল

চড়ানোর কাজ ইত্যাদি সবই বৈধ ও হালাল? এইভাবে যদি আমরা সমস্ত বৈধ ও হালাল জিনিসের পরিসংখ্যান করতে থাকি, তবে কোথাও কি এর শেষ আছে? জাতির হল কি, কেন এরা কোনো কথা বুঝতে চেষ্টা করে না?

যারা বলে, দ্বীন তো অতি সহজ, তাদের কথা সত্য কিন্তু এ কথা থেকে বাতিল মতলব গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, দ্বীনে সরলতার অর্থ মানুষের প্রবৃত্তি ও তাদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী নয়। বরং তা শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে। অতএব "দ্বীন সহজ"-আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তা সহজই-এই বাতিল উক্তির ভিত্তিতে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া এবং শরীয়তের অনুমতিগুলো গ্রহণ করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। শরীয়তের অনুমতি বলেতে যেমন, দুই নামাযকে একত্রে পড়া, সফরে নামায কসর করা ও রোযা না রাখা, যে ঘরে অবস্থান করে তার জন্য এক দিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত মোজার উপর মসাহ করা, পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা বোধে তায়াম্মুম করা, রুগীর দুই নামাযকে একত্রে পড়া, অনুরূপ বৃষ্টির কারণে জমা করা, পয়গামদাতার জন্য পরনারীকে দর্শনের অনুমতি, কসমের কাফফারায় দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান অথবা বস্ত্র দান করার মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া এবং তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে মৃত ভক্ষণ করা সহ আরো অনেক দ্বীনি ব্যাপারের সহজতা।

মুসলিমদের জেনে নেওয়া উচিত যে, হারাম জিনিসকে হারাম করার মধ্যে বহু হিকমত ও কৌশল লুক্কায়িত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ এই হারাম জিনিসের দ্বারা বান্দাদের পরীক্ষা করেন। তিনি দেখতে চান, তারা কি করে। এর দ্বারা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

কেননা, জাহান্নামীরা এমন কামনা ও বাসনার মধ্যে ডুবে থাকে, যার দ্বারা জাহান্নাম পরিবেষ্টিত। পক্ষান্তরে জান্নাতীরা এমন কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করে, যার দ্বারা জান্নাত পরিবেষ্টিত। আর এই পরীক্ষা না থাকলে অবাধ্যজন ও অনুগতজনের মধ্যে পার্থক্য করা যেতো না। ঈমানদাররা ইসলামের বিধি-বিধান পালনের কষ্ট স্বীকার করে, নেকী লাভের আশা নিয়ে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। ফলে তাদের নিকট কষ্টকর জিনিসও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুনাফেকরা বিধি-বিধান পালন করাকে খুবই কষ্টকর মনে করে এবং নেকীর কোনো আশা তাদের থাকে না, বরং নিজেদেরকে বঞ্চিত ভাবে। ফলে পালন করা তাদের জন্য শক্ত হয় এবং আনুগত্য করা খুবই কঠিন হয়। অনুগতজন হারাম জিনিস ত্যাগ করে বড় স্বস্তি অনুভব করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে তার চেয়েও উত্তম কিছু দান করেন এবং সে স্বীয় অন্তরে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করে।

প্রিয় পাঠকগণ, সংক্ষিপ্ত এই পরিসরে এমন কতিপয় হারাম জিনিস লক্ষ্য করবেন, যার হারাম হওয়ার কথা শরীয়তে প্রমাণিত এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে এর হারাম হওয়ার প্রমাণে দলীলও বিদ্যমান পাবেন। অনেক মুসলিমদের মধ্যে এই নিষিদ্ধ বস্তুর সম্পাদন ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যায়। এগুলো তুলে ধরার পিছনে আমার লক্ষ্য হল, এর হারাম হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া এবং এ থেকে বাঁচতে নসীহত করা। আল্লাহর নিকট আমার ও মুসলিম ভাইদের জন্য হেদায়েত ও তৌফীক কামনা করছি এবং তাঁর নির্ধারিত সীমার মধ্যে কায়েম থাকার সাধ্য কামনা করছি। তিনি যেন আমাদেরকে হারাম থেকে বিরত রাখেন এবং পাপ থেকে বাঁচান। তিনিই উত্তম হেফাযতকারী এবং সর্বাধিক দয়ালু।

আল্লাহর সাথে শির্ক করা

সাধারণতঃ এটাই হল সমুদয় হারাম বস্তুর মধ্যে অধিকতর হারাম। কারণ, আবূ বাকরা-ﷺ-র হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا؟ قَالُوْا: قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ)) [متفق عليه ٨٧-٢٦٥٤]

"আমি কি তোমাদেরকে মহাপাপ সম্পর্কে জানিয়ে দিব না? তিনি এই কথাটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, তা হল, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা।" (বুখারী ২৬৫৪-মুসলিম৮৭) তাছাড়া অন্যান্য যাবতীয় পাপ, হতে পারে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু শির্ক এমন পাপ যে, তা হতে বিশেষভাবে তাওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء ٤٨]

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করে দিবেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করবেন।" (সূরা নিসা ৪৮) শির্ক যদি বড় হয়, তাহলে তা ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেবে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। বহু মুসলিম দেশে এই (বড়) শির্ক ব্যাপকহারে বিদ্যমান।

কবরেরপূজা

কবরেরপূজা বলতে এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত ওলীগণের নিকট সাহায্য কামনা করা ও তাঁদের নিকট ফরিয়াদ করা যে, তাঁরা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে এবং তাদের বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء ٢٣]

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না।" (সূরা ইসরা ২৩) অনুরূপ এই মনে করে আম্বীয়া ও পূণ্যবান ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করা যে, তাঁরা নাকি এদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং এদের কষ্ট দূর করবেন। অথচ আল্লাহ বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ﴾ [النمل ٦٢]

"আর্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যখন সে তাঁকে ডাকে কে তার বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? (সূরা নামাল ৬২) আবার কেউ কেউ উঠতে, বসতে সর্ব ক্ষেত্রে স্বীয় পীর ও ওলীর নাম জপ করাকে নিজ অভ্যাসে পরিণত করে নেয়। যখনই কোনো সংকটে ও মুসীবতে পতিত হয়, তখনই কেউ ডাকে, 'হে মুহাম্মাদ' বলে। কেউ ডাকে, 'হে আলী' বলে। কেউ ডাকে, 'হে হুসেন' বলে। কেউ ডাকে, 'হে বাদাবী' বলে। কেউ ডাকে, 'হে জীলানী' বলে। কেউ ডাকে, 'হে শাযলী' বলে। কেউ ডাকে, 'হে রিফায়ী' বলে। কেউ ডাকে, 'হে ঈদরুস'

বলে। অথচ আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأعراف ١٩٤]

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই (আল্লাহর) বান্দা।" (সূরা আরাফ ১৯৪) আবার অনেক কবরের পূজারী তার তাওয়াফও করে। সেখানকার খুঁটি খাম্বাগুলো (পবিত্র মনে ক'রে) স্পর্শ করে। তার চৌকাঠে চুমা দেয়। তার মাটি মুখগুলে লেপন করে। কবরকে দেখা মাত্রই সেজদায় পড়ে যায় এবং কবরের সামনে অত্যধিক নম্র ও বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন পেশ করে। যেমন, ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের অথবা সন্তানাদির কামনার কিংবা মুশকিল আসান হওয়া ইত্যাদির আর্জি পেশ করা। কখনো কখনো এই বলে ডাক পাড়ে যে, হে আমার সম্রাট! তোমার নিকট বহু দূর থেকে এসেছি। অতএব আমাকে নিরাশ করো না। এ দিকে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ [الأحقاف ٥]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে করে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের আহ্বান সম্পর্কেও বেখবর।" (সূরা আহক্বাফ ৫) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَن مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِن دَوْنِ اللهِ نِداً دَخَلَ النَّار)) [البخاري ٤٤٧٧]

"যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে, সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে আহ্বান করতো, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী ৪৪৭৭) আবার অনেকেই কবরে তাদের মাথা নেড়া করে। অনুরূপ অনেকেই মনে করে যে, ওলী-আওলীয়ারা (মৃত্যুর পরও) সৃষ্টি জগতের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের শক্তি-সামর্থ্য রাখেন। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس ١٠٧]

"যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তার মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই।" (সূরা ইউনুস ১০৭) গায়রুল্লাহর নামে মানত করাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত জিনিস। অনেকেই কবরে বাতি ও চেরাগ দেওয়ার মানত করে এ মানত শির্ক হবে। অনুরূপ গায়রুল্লাহর নামে যবাই করাও বড় শির্কের আওতায় পড়ে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر ٢]

"তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কোরবানী কর।" (সূরা কাউসার ২) অর্থাৎ, আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই নামে জবাই কর। নবী করীম-ﷺ-বলেন,

((لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ)) [رواه مسلم ١٩٧٨]

"তাঁর প্রতি আল্লাহর লানত, যে গায়রুল্লাহর নামে যবাই করে।" (মুসলিম) কখনো কখনো যবাইকৃত পশুর মধ্যে একই সাথে দুই হারাম একত্রিত

হয়ে যায়। যেমন, গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবাই করা এবং আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবাই করা। আর এই উভয় অবস্থায় যবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম জাহেলিয়াতের ন্যায় বর্তমানেও জ্বিনের উদ্দেশ্যে যবাই করার প্রচলন রয়েছে। যেমন, কোনো বাড়ি ক্রয় করলে অথবা নির্মাণ করলে কিংবা কোনো কুয়া খনন করলে, সেখানে বা চৌকাঠে জ্বিনের ভয়ে কোনো কিছু যবাই করা।

বড় শির্কের বৃহত্তম উপমা হল, আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করা অথবা হালালকৃত বস্তুকে হারাম মনে করা বা মনে করা যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এই কাজের অধিকার রাখে। আল্লাহ কুরআনে এই কুফরীর কথা উল্লেখ ক'রে বলেন,

﴿ اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ [التوبة ٣١]

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের রব্বরূপে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তাওবা ৩১) যখন আদী ইবেন হাতিম নবী করীম-ﷺ-কে এই আয়াত পাঠ করতে শুনেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, তারা তো তাদের ইবাদত করে না। তিনি-ﷺ-বলেন, হ্যাঁ, তারা তাদের ইবাদত করে না ঠিকই, কিন্তু তারা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত জিনিসকে তাদের জন্য হালাল করলে তারাও তা হালাল মনে করে এবং আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত জিনিসকে হারাম করলে, তারাও তা হারাম মনে করে। আর এটাই হল তাদের ইবাদত করা। (বায়হাক্বী) অনুরূপ আল্লাহ মুশরেকদেরকে এই বলে আখ্যায়িত করেছেন যে,

﴿ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ ﴾ [التوبة ٢٩]

"তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম

মনে করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম।" (সূরা তাওবা ২৯) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس ٥٩]

"আচ্ছা বল তো, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রুযী অবতীর্ণ করেছেন, অতঃপর তোমরা তার কিছুকে বৈধ ও কিছুকে অবৈধ করে নিয়েছ বল, আল্লাহ কি তোমাদেরকে (তার) অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ? (সূরা ইউনুস ৫৯)

যাদু, ভবিষ্যদ্বাণী করা ও জ্যোতিষ বিদ্যা

এ সবও শির্কের প্রকারসমূহের এমন প্রকার, যা সর্বত্র ছড়াছড়ি। যাদু হল কুফরী কাজ এবং সাতটি বিনাশকারী বস্তুসমূহের অন্যতম বস্তু। যাদু দ্বারা অপকার হয়, কিন্তু উপকার হয় না। যাদুবিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ﴾ [البقرة ١٠٢]

"তারা তাই শিখে, যা তাদের ক্ষতি করে, উপকার তাদের উপকার করে না।" (সূরা বাক্বারা ১০২) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]

"যাদুকর যেখান থেকেই আসুক না কেন, সফল হবে না।" (ত্বোহা ৬৯) যাদুবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণকারী কাফের বিবেচিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]

"সুলায়মান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিতো না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য (প্রেরিত), কাজেই তুমি কুফরী করো না।" (সূরা বাক্বারা ১০২)

যাদুকর সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হল তাকে হত্যা করা। আর এই বিদ্যা দ্বারা উপার্জন হবে নোংরা হারাম উপার্জন। মূর্খ, যালেম ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা অন্য মানুষের ক্ষতি করার জন্য অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যাদুকরদের নিকট গিয়ে এই বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করে। আবার অনেকেই যাদুর প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি লাভের জন্য যাদুকরের শরণাপন্ন হয়ে এই হারাম কাজ করে বসে। অথচ উচিত হল আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁর কালামের দ্বারা আরোগ্য কামনা করা। যেমন, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি।

গণক ও জ্যোতিষী

এরা উভয়েই যদি অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না, তবে মহান আল্লাহর প্রতি কুফরীকারী বিবেচিত হবে। এরা সাদা মনের মানুষের উদাসীনতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে তাদের মাল লুটে। আর এ কাজে তারা প্রতাণামূলক অনেক উপায়-উপকরণও ব্যবহার করে।

যেমন, বালুর মধ্যে রেখা টানা, কড়ি চালা অথবা হস্তরেখা দেখা, পেয়ালা এবং কাঁচের তৈরী বল ও আয়না পড়া ইত্যাদি। কোনো একবার তাদের কথা সত্য হলেও ৯৯বার তাদের কথা মিথ্যা হয়। কিন্তু অজ্ঞরা কোনো একবার যে এই চরম মিথ্যাবাদীদের কথা সত্য হয়, সেটাকেই স্মরণে রেখে, ভবিষ্যৎ, বিবাহ ও ব্যবসায় সুফল ও কুফল জানতে এবং হারিয়ে যাওয়া জিনিসের খোঁজ নেওয়ার জন্য, এদের নিকটে যায়। যে ব্যক্তি এদের নিকট যায়, তার ব্যাপারে (শরীয়তী) ফায়সালা হল, সে যদি তাদের কথার সত্যায়নকারী হয়, তবে সে কাফের, মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত গণ্য হবে। যার প্রমাণ নবী করীম-ﷺ-এর (নিম্নের) বাণী,

((مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ))

[رواه الإمام أحمد ٩٢٥٢]

"যে ব্যক্তি কোন গণক ও জ্যোতিষীর নিকট এসে তার কথাকে সত্য মনে করবে, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী বিবেচিত হবে, যা মুহাম্মাদ-ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।" (আহমদ ৯২৫২) কিন্তু যে ব্যক্তি এদের নিকট গিয়ে এ কথার বিশ্বাস করে না যে, তারা গায়েবের জ্ঞান রাখে, বরং তার উদ্দেশ্য হয় পরীক্ষা করা ইত্যাদি, তাহলে সে কাফের বিবেচিত হবে না, কিন্তু চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না। এর প্রমাণ নবী করীম-ﷺ-এর এই বাণী,

((مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً)) [رواه مسلم]

"যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গ্রহণ করা হয় না।" (মুসলিম ২২৩০) তার উপর নামায ও তাওবা ওয়াজিব হবে। (অর্থাৎ, নামায কবুল না হওয়ার অর্থ এই

নয় যে, সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায পড়বে না। ফরয নামাযগুলো তো তাকে আদায় করতেই হবে, তবে তার সওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হবে)।

মানুষের জীবন ও (যমীনে) সংঘটিত ঘটন-অঘটনের উপর তারকা-রাজির প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাস প্রসঙ্গে

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِي قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ الله-ﷺ-صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَّةِ-عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ-فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، أَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ)) [البخاري ومسلم ٨٤٦-٧١]

"যায়েদ ইবনে খালেদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুদাইবিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ানোর পর নবী-ﷺ-সকলের দিকে মুখ করে বসে বললেন, তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেন? সকলে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী (মুমিন)ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল,

সে তো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের) এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (মুমিন)।" (বুখারী ৮৪৬-মুসলিম ৭১)

অনুরূপ পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ভাগ্যরাশির উপর ভরসা করাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত জিনিস। যদি এই নক্ষত্র ও কক্ষপথের প্রতিক্রিয়া আছে বলে বিশ্বাস করে, তবে সে মুশরিক গণ্য হবে। কিন্তু যদি তা কেবল সান্ত্বনার জন্য পড়ে, তাহলে সে নাফারমান পাপী বিবেচিত হবে। কেননা, শির্কীয় জিনিস পড়ে সান্ত্বনা অর্জন জায়েয নয়। তাছাড়া এর দ্বারা শয়তান তার অন্তরে এমন বিশ্বাসও প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে, যা শির্কের অসীলা হয়ে দাঁড়াবে

মহান স্রষ্টা যেসব জিনিসের মধ্যে কোনো উপকার রাখেননি, তার মধ্যে উপকার আছে বলে বিশ্বাস করাও শির্কের আওতায় পড়ে। যেমন, শির্কীয় তাবিজ-কবচ, মাদুলী, কড়ি ও ধাতব দ্রব্যের কোন বালা ইত্যাদির ব্যাপারে অনেকে এই ধারণা পোষণ করে। আর এই ধারণা সৃষ্টি হয় জ্যোতিষী অথবা যাদুকরের ইশারা-ইঙ্গিতে বা গতানুগতিকভাবে। (উক্ত) জিনিসগুলো তারা নিজেদের গলায়, কিংবা ছেলেদের গলায় বদ-নজর থেকে বাঁচার ধারণা নিয়ে ঝুলায়। কিংবা দেহের কোন স্থানে বাঁধে বা গাড়িতে ও বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখে। অনুরূপ বিভিন্ন প্রকারের লোহার আংটি বিপদ-আপদ থেকে বাঁচা ও তা দূর করাসহ অনেক নির্দিষ্ট জিনিসের বিশ্বাস নিয়ে পরিধান করে। আর নিঃসন্দেহে এসব হল আল্লাহর প্রতি আস্থার বিপরীত জিনিস। এতে মানুষের ব্যাধি বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া এটা হল হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা। আর যেসব তাবীজগুলো ঝুলানো হয়, তার বেশীরভাগই হল প্রকাশ্য শির্কযুক্ত। কেননা, হয় তাতে জ্বিন ও শয়তানের নিকট সাহায্য কামনা করা হয়ে

থাকে অথবা থাকে দুর্বোধ্য নক্সা ও অবোধগম্য লিপি। আবার অনেক দৈব্য চিকিৎসকরা কুরআনের আয়াত লিখে এবং তার সাথে অনেক শির্কীয় জিনিস মিশ্রিত করে। আবার অনেকেই কুরআনী আয়াত অপবিত্র নোংরা জিনিস দিয়ে, অথবা মাসিকের রক্ত দ্বারা লিখে। উল্লিখিত যাবতীয় জিনিসগুলো ঝুলানো বা কোনো কিছুতে বাঁধা হারাম। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) [رواه أحمد ١٦٩٦٩]

"যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলাল, সে শির্ক করল।" (আহম ১৬৯৬৯) আর এই কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, এই জিনিসগুলির দ্বারা উপকার ও অপকার সাধিত হয়, তবে সে বড় শির্ক সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে। কিন্তু সে যদি মনে করে যে, এগুলো কল্যাণ-অকল্যাণের উপকরণ, অথচ আল্লাহ এগুলোকে উপকরণ বানাননি, তাহলে সে ছোট শির্ক সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে এবং এটা শির্কের মাধ্যমের আওতায় পড়বে।

লোক দেখানো ইবাদত

নেক আমল (কবুল হওয়ার) শর্ত হল, রিয়া (লোক দেখানো) থেকে স্বচ্ছ ও নির্মল হওয়া এবং সুন্নত অনুযায়ী তা সম্পাদিত হওয়া। যদি কেউ কোনো ইবাদত লোক দেখানোর জন্য করে, তবে সে ছোট শির্ক সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে এবং তার আমল ঐরূপ নষ্ট হয়ে যাবে, যেরূপ লোক দেখিয়ে নামায আদায়কারীর নামায নষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى

يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ [النساء: ١٤٢]

"নিশ্চয় মুনাফিক্ব (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। আর তিনি তাদেরকে এই প্রতাণার প্রতিদান দিবেন। যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে।" (সূরা নিসা ১৪২) অনুরূপ যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে আমল করে যে, তার চর্চা হোক এবং মানুষ পরস্পরকে তার খবর প্রচার করুক, তাহলে সে শির্কে পতিত হয়ে যাবে। আর এ রকম যে করে তার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথাও এসেছে। যেমন, ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ)) [مسلم ٢٩٨٦]

"যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য স্বীয় আমল প্রকাশ করবে, আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন। আর যে মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করবে, আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন।" (মুসলিম ২৯৮৬) (অর্থাৎ, শুনানোর উদ্দেশ্য থাকলে আল্লাহ শুনিয়ে দিবেন। আর দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে আল্লাহ দেখিয়ে দিবেন। এছাড়া আমলের কোনো নেকী সে পাবে না)। আর যদি কেউ এমন ইবাদত করে যার দ্বারা তার লক্ষ্য হয় আল্লাহ ও মানুষ উভয়েরই সন্তুষ্টি অর্জন, তবে তার আমল নিষ্ফলে যাবে। কারণ, হাদীসে ক্বুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন,

((أَنَا أَغْنَى الشُّرَـكَاءِ عَـنِ الشِّرْـكِ، مَـنْ عَمِلَ عَمَـلاً أَشْرَكَ فِيْـهِ مَعِـيْ غَـيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) [رواه مسلم ٢٩٨٥]

"আমি শির্ককারীদের আরোপিত শির্ক থেকে মুক্ত ও সম্পর্কহীন। কাজেই যে ব্যক্তি স্বীয় আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানাবে, আমি তাকে তার শিরক সহ বর্জন করব।" (মুসলিম২৯৮৫)

আর যদি কেউ আল্লাহর জন্যই আমল শুরু করার পর রিয়ায় পতিত হয়ে পড়ে, এ ক্ষেত্রে সে যদি এটাকে অপছন্দ করে এবং তা দূর করার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে তার আমল বিশুদ্ধ বিবেচিত হবে। কিন্তু সে যদি এতে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়, তাহলে অধিকাংশ আলেমদের মতে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

অশুভ ধারণা বা কুলক্ষণ প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٣١]

"যখন তাদের কোনো কল্যাণ হতো, তারা বলতো, এতো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোনো অকল্যাণ হতো, তখন তা মূসা ও তার সঙ্গী-দেরকে অশুভ কারণরূপে মনে করতো।" (সূরা আ'রাফ ১৩১)

আরবদের প্রথা ছিলো যে, তাদের কেউ যখন সফর ইত্যাদি করার ইচ্ছা করতো, তখন একটি পাখী ধরে তাকে উড়াত। যদি সে ডান দিকে যেত, তাহলে এটাকে শুভলক্ষণ মনে করে স্বীয় ইচ্ছা পূরণ করতো। কিন্তু যদি সে বাম দিকে যেত, তবে এটাকে অশুভলক্ষণ মনে করে কৃত ইচ্ছা ত্যাগ করত। নবী করীম-ﷺ-এই কাজকে শির্ক বলে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন,

((الطِّيَرَةُ شِرْكٌ)) [رواه الإمام أحمد ٣٦٧٩]

"অশুভ বা কুলক্ষণ মনে করা শির্ক।" (আহমদ ৩৬৭৯) কোনো মাসকে অশুভ বা কুলক্ষণ মনে করাও তাওহীদের পূর্ণতা বিরোধী (উক্ত) হারাম আক্বীদারই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। যেমন, সফর মাসে বিবাহ-শাদী না করা। প্রত্যেক মাসের শেষ বুধবারকে অশুভ মনে করা অথবা ১৩ সংখ্যাকে কিংবা কোনো নামকে বা ব্যাধিগ্রস্ত কোনো মানুষকে দেখে অলক্ষ্মী মনে করা। যেমন, দোকান খুলতে যাওয়ার পথে কোনো কানাকে দেখে অশুভ লক্ষণ মনে করে ফিরে আসা ইত্যাদি। এ সবই হচ্ছে হারাম ও শির্কীয় পর্যায়ের জিনিস। আর এই ধারণা যারা পোষণ করে, তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই ইমরান ইবনে হুসায়েন-ﷺ-থেকে মার্ফূ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلاَ تُطيِّرَ لَهُ، وَلاَ تَكَهَّنَ وَلاَ تُكُهِّنَ لَهُ (وأظنه قال:) أو سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ)) [رواه الطبراني في الكبير]

"সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে (কোনো কিছুকে) অশুভ মনে করে বা যার জন্য মনে করা হয়। যে ভবিষ্যদ্বাণী করে কিংবা যার জন্য করা হয়। যে যাদু করে অথবা যার জন্য যাদু করা হয়।" (ত্বাবারানী) আর যদি কেউ এই ধরনের কোনো ধারণায় পতিত হয়ে পড়ে, তাহলে তার কাফফারা কি হবে, সে কথা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ الله! مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَن يَقُوْلَ أَحَدُهُمْ ((اَللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)) [رواه الإمام أحمد ٧٠٠٥]

“অশুভ-কুলক্ষণ যাকে স্বীয় কাজ থেকে ফিরিয়ে দেয়, সে অবশ্যই শির্ক করে। সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাফফারা কি হবে? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, সে এই দুআ’ পড়বে, “আল্লাহুম্মা লা-খায়রা ইল্লা খায়রুকা অলা তায়রা ইল্লা তায়রুকা অলা লা-ইলাহা গায়রুকা” (হে আল্লাহ! তোমার কল্যাণ ছাড় কোনো কল্যাণ নেই। আন তুমি ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই এবং তুমি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নাই)। (আহমদ৭০০৫) আর কম-বেশী অশুভ, বা কুলক্ষণের ধারণা সৃষ্টি হওয়া মানুষের স্বভাবগত ব্যাপার। তবে এর উত্তম চিকিৎসা হল আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা। ইবনে মাসঊস-ﷺ-বলেন,

((وَمَا مِنَّا إِلاَّ (أى: إِلاَّ وَيَقَعُ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ)) [رواه الترمذي وابن ماجة ١٦١٤-٣٥٣٨]

“আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এই অশুভ ধারণায় পতিত হয় না, তবে আল্লাহর প্রতি তাওয়াককুল রাখলে তিনি তার ঐ ধারণা দূর করে দিবেন।” (আবূ দাউদ ও তিরমিযী, হাদীটি সহীহ)।

গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া

পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর অধিকার আছে যে তিনি তাঁর সৃষ্টির যে কোনো নামে শপথ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টির জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোনো অন্যের নামে শপথ গ্রহণ করা জায়েয নয়। তবুও বহু মানুষের জবান দ্বারা গায়রুল্লাহর নামে শপথ অহরহ সংঘটিত হতে থাকে। কসম খাওয়া এক প্রকার সম্মান প্রদর্শন। অতএব এই সম্মানের যোগ্য হলেন একমাত্র আল্লাহ। ইবনে উমার-ﷺ-থেকে মার্ফু সনদে বর্ণিত যে,

((أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)) [رواه البخاري ومسلم ٦٦٤٦-١٦٤٦]

"শুনো, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যে একান্তই কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে।" (বুখারী ৬৬৪৬-মুসলিম ১৬৪৬) ইবনে উমার -ﷺ-থেকেই বর্ণিত যে,

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ)) [رواه الإمام أحمد ٦٠٣٦]

"যে গায়রুল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করল, সে কুফরী এবং শির্ক করল।" (আহমদ ৬০৩৬) আর নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)) [رواه أبوداود ٣٢٣٥]

"যে আমানতের কসম খেল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)। কাজেই কাবা, আমানত, মর্যাদা, অমুকের বরকত, অমুকের জীবন, নবী ও ওলীর সম্ভ্রম এবং পিতা-মাতার দোহাই দিয়ে ও ছেলের মাথায় হাত দিয়ে শপথ গ্রহণ করা বৈধ নয়। বরং এই ধরনের যাবতীয় কসম হারাম। কেউ এই ধরনের কোনো কসম খেয়ে ফেললে, তার কাফফারা হবে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ে নেওয়া। সহী হাদীসে বর্ণিত যে,

((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)) [رواه البخاري ومسلم ٤٨٦٠-١٦٤٧]

"যে ব্যক্তি কসম খেতে গিয়ে বলবে, লাত ও উয্যার শপথ, সে যেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ে নেয়।" (বুখারী ৪৮৬০-মুসলিম ১৬৪৭) এই

অধ্যায়েরই পর্যায়ভুক্ত আরো অনেক শির্কীয় ও হারাম কথা-বার্তা রয়েছে, যা কোনো কোনো মুসলিম ব্যবহার করে থাকে। যেমন বলে, আমি আল্লাহ ও তোমার আশ্রয় কামনা করছি। আমি আল্লাহ ও তোমার উপর ভরসা করি। এটা আল্লাহ ও তোমার পক্ষ থেকে। আমার আল্লাহ ও তুমি ছাড়া কেউ নেই। আমার জন্য আকাশে আল্লাহ আর যমীনে তুমি। আল্লাহ এবং অমুক যদি না হত। আমি ইসলাম মুক্ত। হায় যামানার অসফলতা! (অনুরূপ এমন সব শব্দ যদ্দ্বারা যুগকে গালি দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন বলা, এই যুগটা খুব খারাপ। এটা কুপয়া সময়। যুগ প্রতারক প্রভৃতি। কেননা, যুগকে গালি দিলে সে গালি বর্তায় তার স্রষ্টার উপর।) প্রকৃতির ইচ্ছা বলা, অনুরূপ এমন সব নাম যার অর্থ দাঁড়ায় গায়রুল্লাহর দাস। যেমন, আব্দুল মাসীহ। (মাসীর দাস) আব্দুন নবী (নবীর দাস)। আব্দুর রাসূল (রাসূলের দাস)। আব্দুল হুসায়েন (হুসায়েনের দাস)। আর এরই পর্যায়ভুক্ত হল তাওহীদ পরিপন্থী অধুনিক শব্দ ও পরিভাষা। যেমন বলা, ইসলামী সমাজতন্ত্র। ইসলামী গণতন্ত্র। জনসাধারণের ইচ্ছাই হল আল্লাহর ইচ্ছা। দ্বীন আল্লাহর জন্য, আর দেশ সকলের জন্য। আরব জাতীয়তা-বাদের নামে। আন্দোলনের নামে।

কাউকে "রাজাধিরাজ" ও সমস্ত "বিচারকের বিচারক" ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা। মুনাফেক্ব ও কাফেরকে স্যার, বা মহাশয় বলা। অসন্তুষ্ট হয়ে, আক্ষেপ ও হা-হুতাশ করে "যদি" শব্দ ব্যবহার করা এবং "হে আল্লাহ যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করে দাও" বলাও হারামের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

মুনাফেক ও ফাসেক লোকদের সাথে উঠা-বসা করা

ঈমান যাদের অন্তরে ভালভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, তারা অনেক ফাসেক ও অসৎ লোকদের সাথে উঠা-বসা করে। বরং তারা এমন লোকদের সাথেও উঠা-বসা করে, যারা শরীয়ত সম্পর্কে কটূক্তি এবং দ্বীন ও দ্বীনের ওলীদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা হারাম ও আক্বীদা হানিকর কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِوَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨]

"তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।" (সূরা আনআম ৬৮) অতএব এই অবস্থায় তাদের সাথে উঠা-বসা বৈধ নয়, যদিও সম্পর্ক খুব গাঢ় হয় অথবা তাদের ব্যবহার খুব মধুর হয় এবং তাদের জবান খুব মিষ্টি হয়। তবে কেউ যদি তাদেরকে (সঠিক পথের প্রতি) আহ্বান করার জন্য অথবা তাদের বাতিল জিনিসের খণ্ডন করার জন্য কিংবা তাদের প্রতিবাদ করার জন্য, তাদের সাথে উঠা-বসা করে, তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু সন্তুষ্ট ও চুপ থাকলে চলবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ﴾ [التوبة: ٩٦]

"তোমরা যদি তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হবেন না।" (সূরা তাওবা ৯৬)

নামাযে অস্থিরতা

চুরির মধ্যে সব থেকে বড় অপরাধমূলক চুরি হল, নামাযের মধ্যে চুরি করা। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ يَسْرِقُهَا قَالَ: لاَيَتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا)) [رواه الإمام أحمد ١١١٣٨]

"চুরি সংক্রান্ত কাজে জড়িত লোকদের মধ্যে জঘন্য চোর হল সেই, যে তার নামাযে চুরি করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযে আবার কেমন করে চুরি করে? তিনি-ﷺ-বললেন, রুকু ও সেজদা সম্পূর্ণভাবে করে না।" (আহমদ ১১১৩৮) নামাযে স্থিরতা না থাকা, রুকু ও সেজদার মধ্যে পিঠকে সোজা না রাখা, রুকু থেকে সম্পূর্ণভাবে না দাঁড়ানো এবং দুই সেজদার মধ্যে পূর্ণভাবে না বসা ইত্যাদি এমন সব ব্যাপার, যা অধিকাংশ মুসাল্লীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ধীরস্থিরতার সাথে নামায পড়ে না, এ রকম লোক থেকে কোন মসজিদ খালি নেই। অথচ নামাযে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা হল, একটি রুকন। তা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((لاَ تُجْزِىءُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ)) [رواه أبوداود ٨٥٥]

"কোনো মানুষের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ হয় না, যতক্ষণ না তার পিঠ রুকু ও সেজদায় সোজা থাকে।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)। (অর্থাৎ, রুকু ও সেজদা সঠিকভাবে না করলে নামায পূর্ণ হবে না)। সঠিকভাবে রুকু ও সেজদা না করা এমন একটি অন্যায় কাজ, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য। আবূ আব্দুল্লাহ আশআরী-ﷺ-বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর সাহাবাদেরকে নামায পড়িয়ে, তাঁদেরই একটি দলের সাথে বসেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি (মসজিদে) প্রবেশ ক'রে নামায আরম্ভ করল এবং সে তার রুকু ও সেজদায় ঠোকর দিতে লাগল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন,

((أَتَرَوْنَ هَذَا؟ مَن مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ يَنْقُرُ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِيْ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ كَالْجَائِعِ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ فَمَاذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ)) [رواه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٣٢ وذكره الألباني في صفة صلاة النبي ١٣١]

"একে দেখছ? এই অবস্থায় যে মারা যাবে, সে মুহাম্মাদ-ﷺ-এর মিল্লাত ব্যতীত অন্য মিল্লাতের উপর মৃত্যু বরণ করবে। এ তার নামাযে ঐরূপ ঠোকর দিচ্ছে, যেরূপ কাক রক্তের মধ্যে ঠোকর দেয়। যে ব্যক্তি রুকু ও সেজদার মধ্যে ঠোকর দেয়, (অপূর্ণ রুকু ও সেজদা করে) সে হল ঐ ক্ষুধার্তের ন্যায় যে একটি ও দু'টি খেজুর খায়, তাতে কি তার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়?।" (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/৩৩২ আল্লামা আলাবানীও তাঁর "সিফাতুস সালাত" নামক কিতাবে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন)। যায়েদ ইবনে ওহাব বলেন, হুযাইফা (রাঃ) একজন লোককে অসম্পূর্ণ রুকু ও

সাজদা করতে দেখলেন। লোকটি নামায শেষ করলে, হুযায়ফা তাকে বললেন, তোমার নামায হয়নি। যদি তুমি এই অবস্থায় মারা যাও, তাহলে মুহাম্মাদ-ﷺ-এর তরীকার বাইরে তোমার মরণ যাবে।' (বুখারী) যে ব্যক্তি নামাযে ধীরস্থিরতা ত্যাগ করবে, সে যখন এর বিধান জানবে, তখন তার উচিত হবে, যে ফরয নামাযের সময় এখনও বাকী আছে, তা পুনরায় পড়ে নেওয়া এবং যা অতিবাহিত হয়ে গেছে, তার জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করা। বিগত সমস্ত নামায পুনরায় পড়ার দরকার নেই। কারণ, হাদীসে এটাই প্রমাণিত। (অর্থাৎ, কেবল সেই নামাযটাই পুনরায় পড়তে বলা হয়েছে, যেটা পড়া হচ্ছিল। যেমন, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-একজনকে অসম্পূর্ণ নামায পড়তে দেখে তাকে কেবল সেই নামাযটা পুনরায় পড়তে বললেন)। তিনি বললেন, "যাও, ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়, তোমার নামায হয়নি।"

নামাযে অনর্থক কাজ ও খুব বেশী নড়া-চড়া করা

এটাও এক এমন ব্যাধি, যাতে বহু নামাযী আক্রান্ত। কারণ, তারা "আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।" (সূরা বাক্বারা ২৩৮) আল্লাহর এই নির্দেশকে তারা সঠিকভাবে পালন করে না। অনুরূপ তারা বুঝে না আল্লাহর (নিম্নের) বাণীর সঠিক অর্থ।

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١-٢]

"মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী-নম্র।" (সূরা মু'মিনূন ১-২) যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺকে সেজদার স্থানের মাটি বরাবর করে নেওয়া যায় কি না এ কথা জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বললেন,

((لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الحَصَى))

"যখন তুমি নামায পড়বে, তখন কোনো কিছু স্পর্শ করবে না। তবে একান্তই কাঁকর-মাটি সরানোর যদি দরকার হয়, তাহলে মাত্র একবার।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)। আলেমগণ এ কথারও উল্লেখ করেছেন যে, বিনা প্রয়োজনে অব্যাহতভাবে খুব বেশী নড়া-চড়া করলে, নামায নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে যারা নামাযে অনর্থক কাজ করে, তাদের অবস্থা কি হতে পারে? আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কেউ তার ঘড়ির দিকে দেখে অথবা তার কাপড় ঠিক করে কিংবা নাকে আঙ্গুল দেয় এবং ডানে-বামে ও আসমানের দিকে তাকায়। আর এই ভয় করে না যে, তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে এবং শয়তান তার নামাযকে কেড়ে নিতে পারে।

মুক্তাদীর ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামকে অতিক্রম করা

তাড়াতাড়ি করা হল মানুষের স্বভাব। "মানুষ হল দ্রুততাপ্রিয়।" (সূরা ইসরা ১১) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((التَّأَنِّي مِنَ اللهِ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ)) [رواه البيهقي في السنن الكبرى]

"ধৈর্যের সাথে কর্মসম্পাদন আল্লাহর পক্ষ হতে। পক্ষান্তরে (অধৈর্য হয়ে) তাড়াহুড়ো করা হল, শয়তানের পক্ষ হতে।" (বায়হাক্বী) অনেক সময় মানুষ লক্ষ্য করে থাকবে যে, তার ডানে ও বামে অনেক নামাযী, এমন কি সে নিজেও হয়তো নিজেকে লক্ষ্য করে থাকবে যে, কখনো কখনো রুকু, সেজদা, তকবীর পাঠ এবং সালাম ফিরার সময় ইমামকে অতিক্রম করছে। এই কাজটাকে অনেকেই তেমন কিছু মনে করে না। অথচ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে কঠিন শাস্তির কথা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন,

((أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَن يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ))

“যে ইমামের আগে তার মাথা উঠায়, তার কি ভয় পায় না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথা বানিয়ে দেবেন।” (মুসলিম ৪২৭) তাছাড়া মুসাল্লীকে শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে নামাযের জন্য আসতে বলা হয়েছে। তাহলে নামাযের মধ্যে এই আচরণ কোনো পর্যায়ে পড়তে পারে? আবার অনেকেই মনে করে যে, ইমামের পরে করলেও তাঁকে অতিক্রম করা হয়। তাই জেনে নেওয়া উচিত যে, এ ব্যাপারে ফিক্বাহ বিশারদগণ একটি সুন্দর নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হল, মুক্তাদীর তখনই নড়া বা ঝোঁকা উচিত, যখন ইমামের তকবীর শেষ হয়ে যাবে। ইমামের “আল্লাহু আকবার” বলা শেষ হওয়ার পরই মুক্তাদী নড়বে। আগেও না এবং অনেক পরেও না। নবী করীম-ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁকে অতিক্রম না করার ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাই বারা ইবনে আ’যেব-رضي الله عنه-বলেন, তাঁরা (সাহাবাগণ) নবী কারীম-ﷺ-এর পিছনে নামায পড়তেন। যখন তিনি-ﷺ-স্বীয় মাথা রুকু থেকে উঠাতেন, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে নিজের পিঠ ঝুঁকাতে দেখতাম না, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর কপাল যমীনে রাখতেন। অতঃপর তাঁর পিছনের লোক সাজদায় যেতেন।” (মুসলিম) যখন তিনি-ﷺ-একটু মোটা হয়ে যান এবং তাঁর নড়া-চড়ার মধ্যে ধীরতা আসে, তখন তিনি মুসাল্লীদেরকে সতর্ক ক’রে বলেন যে,

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَلاَ تَسْبِقُوْنِي بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ)) [رواه الدارمي والبيهقي]

“হে লোক সকল, আমি মোটা হয়ে গেছি। অতএব রুকু ও সাজদায় আমাকে অতিক্রম করো না।” (দারমী বায়হাক্বী) আর ইমামের উচিত

সুন্নত অনুযায়ী আমল ক'রে ঐভাবেই তকবীর পাঠ করা, যেভাবে আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। (তিনি বলেন,)

((كَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ.. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتىَّ يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوْسِ)) [رواه البخاري ٧٨٩]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন দাঁড়ানোর সময় তকবীর দিতেন। অতঃপর যখন রুকুতে যেতেন, তখনও তকবীর দিতেন। অতঃপর সাজদার জন্য নত হওয়ার সময়, সাজদা হতে মাথা তুলার সময় এবং পুনরায় সাজদায় যাওয়ার সময় তকবীর দিতেন। পরে সাজদা হতে মাথা তুলার সময় আবারও তকবীর দিতেন এবং এইভাবেই পুরো নামায শেষ করতেন। আর দুই রাকআত পড়ে বসার পর যখন উঠতেন, তখনও একবার তকবীর দিতেন।" (বুখারী৭৮৯) যখন ইমামের তকবীর তার নড়া-চড়া অনুযায়ী ও তার সাথে সাথেই হবে এবং মুক্তাদীরা উল্লিখিত নিয়মের যত্ন নিবে, তখন নামাযের ব্যাপারে সকলের কার্যকলাপ ঠিক হয়ে যাবে।

দুর্গন্ধময় কোনো জিনিস খেয়ে মসজিদে যাওয়া

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]

"হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ

পরিধান কর।" (সূরা আ'রাফ ৩১) আর জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ أَكَلَ ثُوْماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ)) [متفق عليه ٨٥٥-٥٦٤]

"যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসুন অথবা পিঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের থেকে অথবা তিনি-ﷺ-বললেন, আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং নিজ বাড়িতে বসে থাকে।" (বুখারী৮৫৫-মুসলিম৫৬৪) মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে,

((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ)) [رواه مسلم ٥٦٤]

"যে ব্যক্তি (কাঁচা) পিঁয়াজ-রসুন, অথবা লীক (Leek) (পিঁয়াজের মত সব্জি) খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে। কেননা, যেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়, তাতে ফেরেশতারাও কষ্ট পান।" (মুসলিম) একদা উমার ইবনে খাত্তাব-ﷺ-জুমআর খুৎবায় বললেন,

((ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ: هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً)) [رواه مسلم ٥٦٧]

"হে লোক সকল! তোমরা দু'টি সব্জি খেয়ে থাক। আমার দৃষ্টিতে ও দু'টো নিকৃষ্ট জিনিস। আর তা হল, পিঁয়াজ ও রসুন। আমি দেখেছি,

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মসজিদে কোনো লোকের মুখ থেকে যদি পাওয়া গেছে তাকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে তাকে বের ক'রে বাকী নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হত। তাই যে ব্যক্তি এই দু'টো জিনিস খেতে চায়, সে যেন ভালভাবে রান্না করে গন্ধ দূর করে নেয়।" (মুসলিম ৫৬৭) আর তারাও এই (পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসার) আওতায় পড়ে, যারা তাদের কাজ সেরে সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করে আর তখন তাদের বগল ও মোজা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। আর এর থেকেও জঘন্য হল ধূমপানকারীদের ব্যাপারটা। তারা হারাম ধূম পান করে মসজিদে প্রবেশ করে ফেরেশতা ও মুসাল্লী, আল্লাহর এই উভয় বান্দাদের কষ্ট দেয়।

ব্যভিচার

যেহেতু ইসলামের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম লক্ষ্য হল, ইজ্জত-আবরু ও বংশের হেফাযত করা, তাই ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٣٢]

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ।" (সূরা ইসরা ৩২) বরং শরীয়ত পর্দা করার ও দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়ে এবং পরনারীর সাথে নির্জনে অবস্থান ইত্যাদিকে হারাম ক'রে ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এমন সমূহ মাধ্যম ও পথকে অবরোধ করে দিয়েছে। অনুরূপ ব্যভিচারের শাস্তির কথা উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারী বিবাহিত হলে, তাকে জঘন্য ও কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর তা হল, প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করা, যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের

প্রতিফল আস্বাদন করে এবং তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ঐরূপ কষ্ট অনুভব করে, যেরূপ হারাম কাজে তৃপ্তি লাভ করেছে। আর সে যদি সঠিক পন্থায় বিবাহ করে সঙ্গম না করে থাকে, তবে তাকে শরীয়তের দণ্ডনীতি অনুযায়ী একশতবার বেত্রাঘাত করা হবে। আর সে হবে অপমানিত। কারণ, মু'মিনদের একটি দলের উপস্থিতিতে তাকে দণ্ডিত করা হবে এবং পূর্ণ একটি বছর তাকে তার সেই শহর থেকে হতে বহিষ্কার ও বিতাড়িত করা হবে, যেখানে সে (ব্যভিচারের মত জঘন্য) পাপ করেছে।

বারযাখে (মৃত্যুর পর হাশরের আগে পর্যন্ত অবস্থানস্থল) ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীদের শাস্তি হবে এই যে, তারা উলঙ্গ অবস্থায় এমন এক চুলার মধ্যে থাকবে, যার অগ্রভাগ হবে অত্যধিক সংকীর্ণ এবং নিম্নভাগ হবে প্রশস্ত এবং তার তলদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকবে। যখন তাদেরকে তাতে দগ্ধ করা হবে, তখন তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করবে এবং সেখান থেকে বের হওয়ার কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছে যাবে। অতঃপর যখন আগুন স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন তাতেই আবার ফিরে যাবে। আর তাদের সাথে এই আচরণ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

আর যে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে কবরের কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং আল্লাহর তাকে অবকাশ দেওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার ব্যাপার হবে অতীব জঘন্য। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে মর্ফূ সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُم اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَـذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ)) [رواه مسلم ١٠٧]

"তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের প্রতি তাকাবেনও না।

আর তাদের জন্য হবে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হল, বৃদ্ধ যেনাকারী, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী দরিদ্র।"(মুসলিম)

আর সব থেকে নিকৃষ্ট উপার্জন হল ব্যভিচারিণীর সেই উপার্জন, যা সে এই ব্যভিচার দ্বারা অর্জন করে। অনুরূপ যে ব্যভিচারিণী স্বীয় লজ্জাস্থানকে উপার্জনের মাধ্যম বানায়, সে বঞ্চিত হয় সেই সময়ের দুআ' কবুল হওয়া থেকে, যখন অর্ধরাত্রিতে আসমানের দরজা খুলা হয়। প্রয়োজন ও অভাব আল্লাহর বিধান ও আইন অমান্য করার কারণ হতে পারে না। আগে লোকে বলত যে, সম্ভ্রান্ত মহিলা ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন তার স্তনকে আহারের মাধ্যম বানায় না, তখন তার লজ্জাস্থানকে কেমনে বানাতে পারে? (কোনো শিশুকে দুধ পান করিয়ে অর্থ উপার্জন করা বৈধ, তবুও এটা কোনো সম্মানজনক উপার্জন নয় বিধায় কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলা ক্ষুধার্ত হলেও নিজের স্তনকে আহারের মাধ্যম বানায় না। তাহলে সে তার লজ্জাস্থানকে কেমনে উপার্জনের মাধ্যম বানাতে পারে?)

বর্তমানে তো ব্যভিচার ও অশ্লীলতার সমস্ত পথ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। শয়তান তার ও তার সহচরদের কলাকৌশল ও প্রতারণার দ্বারা ব্যভিচারের পথ সুগম করে দিয়েছে। আর অবাধ্যজন-পাপিষ্ঠরা তার অনুসরণ করছে। ফলে (নারীদের) বেপর্দায় চলা-ফেরা ও সৌন্দর্যের প্রদর্শন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। হারাম দৃষ্টিপাতও ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। অশ্লীল সিনেমা এবং নোংরা পত্র-পত্রিকার খুব প্রচলন শুরু হয়েছে। পাপের দেশে সফর করা আধিক্য লাভ করেছে। বেশ্যাবৃত্তির বাজার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ইজ্জত-আবরু খুব বেশী লুণ্ঠিত হচ্ছে। হারাম সন্তানাদি আধিক্য লাভ করছে এবং ব্যাপকহারে গর্ভস্থ শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। তাই হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট কামনা করছি তোমার রহমতের, অনুগ্রহের

এবং দোষ-ত্রুটি ঢাকার ও হেফাযতের। তুমি আমাদের হেফাযত কর যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে। পবিত্র কর আমাদের অন্তরকে, সংরক্ষণ কর আমাদের লজ্জাস্থানকে এবং আমাদের মাঝে ও হারাম জিনিসের মাঝে অন্তরায় ও বাধা খাড়া করে দাও।

সমলিঙ্গী ব্যভিচার

লুত-عليه السلام-এর জাতির এটাই ছিল জঘন্যতম পাপ যে, তারা পুরুষ পরুষের সাথে তার পায়ুপথে কু-কর্ম করত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ* أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٩]

“স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা কি পুরুষের সাথে সমকাম করছ, তোমরা পথ অবরোধ করছ এবং নিজেদের মজলিসে ঘৃণ্য কাজ করছ?’ উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল যে, ‘আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর; যদি তুমি সত্যবাদী হও।” (আনকাবূত ২৯) তাদের এই কাজ অতীব জঘন্য, নিকৃষ্ট এবং বিপজ্জনক হওয়ার কারণে আল্লাহ চার প্রকারের আযাব প্রেরণ ক’রে তাদেরকে শায়েস্তা করেছেন। অথচ একত্রে চার প্রকারের আযাব এদের পূর্বে কোনো জাতির উপর প্রেরণ করা হয়নি। আর এই আযাব

হল, আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দেন। তাদের জনপদকে উল্টে উপরক-নীচে করে দেন। তাদের উপর স্তরে স্তরে পাথর বর্ষণ করেন এবং তাদের উপর প্রেরণ করেন বিকট শব্দ।

সঠিক মতানুযায়ী ইসলামে এই কাজে লিপ্ত ব্যক্তির শাস্তি হল, কর্তা ও যার সাথে করা হয় উভয়কেই হত্যা করা, যদিও তাদের উভয়ের সন্তুষ্টিতে এ কাজ হয়। ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ وَجَدتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ)) [رواه الترمذي وأبوداود وأحمد ١/ ٣٠٠]

"যাকে লুত সম্প্রদায়ের মত কুকর্মে লিপ্ত পাবে তাকে এবং যার সাথে এ কাজ হবে তাকেও তোমরা হত্যা করে ফেল।" (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও আহমদ, হাদীসটি সহীহ)। এই জঘন্য কাজের কারণেই বর্তমানে মহামারী সহ আরে এমন বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধির জন্ম হচ্ছে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের যুগে যা ছিল না। যেমন, এডস এর মত মারাত্মক ব্যাধি। আর এতেই বিধানদাতা এই কু-কর্মের যে শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন, তার কৌশলগত দিকও প্রমাণিত হয়।

স্ত্রীর কোনো কারণ ছাড়াই স্বামীর বিছানায় আসতে অস্বীকার করা

আবূ হুরাইরা নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتىَّ تُصْبِحَ)) [رواه البخاري ومسلم ٣٢٣٧-١٧٣٦]

"যখন কোনো লোক তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে আসে না, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত কাটায়। এ অবস্থায় ফেরেশতাগণ তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকে।" (বুখারী ৩২৩৭, মুসলিম১৭৩৬) অনেক নারীর অভ্যাস হল এই যে, যখন তার ও তার স্বামীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, তখন সে এই মনে ক'রে তার (স্বামীর) বিছানার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে যে, তাতে সে শায়েস্তা হবে। অথচ এ থেকেই জন্ম নেয় বড় বড় ফিৎনা। যেমন, স্বামীর হারাম কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে পড়া। আবার কখনো সমস্যা স্ত্রীর উপরেই চেপে বসে যখন স্বামী তার উপর অন্য বিবাহ করাতে জেদ ধরে। সুতরাং স্ত্রীর উচিত স্বামীর আহ্বানে সত্বর সাড়া দেওয়া। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتَجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قُتَبٍ))

[صحيح الجامع]

"যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, তখন সে যেন সত্বর তার ডাকে সাড়া দেয়, যদিও সে উটের হাওদায় থাকে।" (সাহীহুল জামে) অনুরূপ স্বামীর উচিত স্ত্রী অসুস্থ হলে বা গর্ভবতী হলে অথবা কোনো ব্যথাগ্রস্ত হলে, তার খেয়াল রাখা। যাতে সম্পর্ক অটুট থাকে এবং তাতে ছেদ ঘটার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়।

বিনা কারণে স্ত্রীর স্বামীর নিকট তালাক্ব চাওয়া

অনেক মহিলারা সামান্য ও তুচ্ছ কারণে তাদের স্বামীদের নিকট তালাক্ব চেয়ে বসে। আবার অনেক সময় স্ত্রী তালাক্ব চায়, যদি স্বামী তাকে তার

কাঙ্ক্ষিত সম্পদ না দেয়। কখনো তাকে এই ধরনের ফ্যাসাদমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা হয় তার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে। কোনো সময় সে স্বামীর সাথে এমন বাক্য দ্বারা চ্যালেঞ্জ করে যে তাতে স্বামীর শরীরের শিরাউপশিরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। যেমন, সে বলে, যদি তুমি পুরুষ হও, তবে আমাকে তালাক্ব দাও। আর এ কথা কারো অজানা নেই যে, তালাক্বের কারণে বহু ফিৎনার সৃষ্টি হয়। যেমন, সংসার ভেঙ্গে পড়ে এবং সন্তানাদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে পরে অনুতপ্ত হয়, কিন্তু তখন অনুতপ্ত হওয়া কোনো উপকারে আসে না। এ থেকে শরীয়তে তালাক্ব চাওয়া কেন হারাম, তার কৌশলগদ দিক প্রতীয়মান হয়। সোবান-ﷺ-থেকে মার্ফূ সূত্রে বর্ণিত যে,

((أَيُّمَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ)) [رواه أحمد والترمذي ١١٨٧ وأبوداود ٢٢٢٦]

"যে নারী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক্ব কামনা করে, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম।" (আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)। আর উক্ববা ইবনে আমের-ﷺ-থেকেও মার্ফূ সনদে বর্ণিত যে,

((إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ)) [رواه الطبراني]

"যে মহিলারা স্বামীদের নিকট খুলআ ও তালাক্ব কামনা করে, তারাই মুনাফেক মহিলা।" (ত্বাবারানী) তবে যদি কোনো শরীয়তী কারণ থাকে, যেমন, স্বামীর নামায না পড়া, নেশা জাতীয় জিনিস সেবন করা কিংবা তাকে (স্ত্রীকে) কোনো হারাম কাজে বাধ্য করা অথবা তার প্রতি যুলুম করা বা তার শরীয়তসম্মত অধিকার আদায় না করা, আর এ সবের জন্য

স্বামীকে নসীহত করা সত্ত্বেও যদি কোন লাভ না হয় ও তাকে সংশোধন করার যাবতীয় প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে স্ত্রীর তার দ্বীনের ও নাফসের মুক্তির জন্য স্বামীর নিকট তালাক্ব চাওয়া দূষণীয় হবে না।

যিহার

"যিহার" শব্দটি জাহেলী যুগের শব্দ যা এই উম্মতের মধ্যে ব্যাপকহারে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, স্বামীর তার স্ত্রীকে বলা যে, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পীঠের মত অথবা তুমি আমার উপর ঐরূপ হারাম, যেরূপ আমার বোন এবং এই ধরনের আরো এমন জঘন্যতম শব্দ, যা শরীয়তে অতীব নিকৃষ্ট। কেননা, এতে নারীর প্রতি যুলুম করা হয়। আর মহান আল্লাহ এটাকে অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথা বলছেন। তিনি বলেন,

﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾

[المجادلة: ٢]

"তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে (তারা জেনে রাখুক যে,) তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান করে, শুধু তারাই তাদের মাতা, তারা তো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপমোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।" (মুজাদালা ২) শরীয়তে এর কাফফারাও ভুল করে হত্যা করা ও রমযান মাসের দিনে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কাফফারার মত খুবই শক্ত ও কঠিন। যে তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত তার (স্ত্রীর) নিকটবর্তী হতে পারবে না, যতক্ষণ না কাফফারা আদায় করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ المجادلة: ٣-٤

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে (তাদেরকে মা বলে ফেলে) এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাহলে (এর প্রায়শ্চিত্ত হল) একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তিদান। এর দ্বারা তোমাদেরকে সদুপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, (তার প্রায়শ্চিত্ত) একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখা। যে তাতেও অসমর্থ হবে, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে। এটা এই জন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এ হল আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি-বিধান। আর অবিশ্বাসীদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (সূরা মাজা-দালা ৩-৪)

মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা

মহান আল্লাহ

﴿ وَيَسْأَلونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

"আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। ততক্ষণ

পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না পবিত্র হয়ে যায়।" (সূরা বাক্বারা ২২২) ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করেছে। কারণ, আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

"যখন তারা উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে গমন কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন।" (বাক্বারা ২২২) রাসূলে করীম-ﷺ-এর বাণীর দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা অতীব ঘৃণিত অপরাধ।

((مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ))

[رواه الترمذي ١٣٥]

"যে ব্যক্তি মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে অথবা নারীর মলদ্বারে সহবাস করে কিংবা কোনো গণকের কাছে যায় সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী হয়, যা মুহাম্মাদ-ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।" (তিরমিযী হাদীসটি সহীহ)। যে ব্যক্তি ভুল করে অজান্তে এই কাজ করে বসে, তাকে কিছুই লাগবে না। কিন্তু যে ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে করে, তাকে সেই আলেমদের উক্তি অনুযায়ী এক দীনার, বা অর্ধ দীনার কাফফারা আদায় করতে হবে, যাঁরা কাফফারা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসকে সহী বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এক দীনার বা অর্ধ দীনার যে কোনো একটা সে আদায় করতে পারে। অন্যরা বলেছেন, যদি মাসিকের শুরুতেই এ কাজ হয়ে যায়, তবে এক দীনার লাগবে। কিন্তু যদি মাসিকের শেষে যখন রক্ত আসা কমে যায়, তখন হয় অথবা স্ত্রীর গোসল করার পূর্বে হয়, তাহলে

অর্ধ দীনার লাগবে। আর বর্তমান পরিমাণ অনুযায়ী দীনার হবে, ৪.২৫ গ্রাম সোনা। হয় এই পরিমাণ সোনা সাদক্বা করবে অথবা প্রচলিত মুদ্রায় তার মূল্য আদায় করবে।

নারীর মলদ্বারে সঙ্গম করা

কতিপয় দুর্বল ঈমানের লোকেরা নারীদের মলদ্বারে সহবাস করা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করে না। অথচ এটা মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম-ﷺ-এই কাজে জড়িত ব্যক্তির প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। যেমন, আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "তার প্রতি আল্লাহর লানত যে তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে।" (আহমদ ও সহীহুল জামে) বরং তিনি-ﷺ-এ কথাও বলেছেন যে,

((مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ))

[رواه الترمذي ١٣٥]

"যে ব্যক্তি মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে অথবা নারীর মলদ্বারে সহবাস করে কিংবা কোনো গণকের কাছে যায়, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী হয়, যা মুহাম্মাদ-ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।" (তিরমিযী হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানী ১৩৫) অনেক সুস্থ বিবেকবান স্ত্রীরা এ কাজে অসম্মতি প্রকাশ করে। কিন্তু স্বামীরা তালাক্বের ভয় দেখায়, যদি এ কাজে রাযী না হয়। আবার অনেকে যেহেতু স্ত্রী লজ্জাবশতঃ আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারে না, তাই তাকে এই বলে ধোঁকা দেয় ও ভুল ধারণায় পতিত করে যে, এটা হালাল। আর প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহর (নিম্নের) বাণী পেশ করে।

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

"তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।" (সূরা বাক্বারা ২২৩) অথচ এ কথা অজানা নয় যে, সুন্নত ক্বুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বর্ণনা করে। নবী করীম-ﷺ-এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়েছেন যে, স্বামীর যেভাবেই ইচ্ছা সে তার স্ত্রীর সামনের দিক দিয়ে ও পিছন দিক দিয়ে সঙ্গম করতে পারে, যতক্ষণ তা স্ত্রীর যোনিপথে ও প্রসবদ্বারে হবে। আর এ কথা অজানা নয় যে, মলদ্বার ও পায়ুপথ সন্তানাদির প্রসবদ্বার নয়। আর এই জঘন্য পাপের অস্তিত্বের কারণ হল, মানুষ বিবাহের মত পবিত্র জীবনে প্রবেশ করার পূর্বে কামনা পূরণের বিভিন্ন অবৈধ অভিজ্ঞতা নিয়ে অথবা অশ্লীল সিনেমার নির্লজ্জকর চিত্রে ভরা খেয়াল এবং এই ধরনের আরো অনেক জাহেলী নোংরামী নিয়ে এই জীবনে প্রবেশ করে। আর এই পাপ থেকে তাওবা না করেই বিবাহ করে নেয়। অথচ এ কাজটা (পায়ুপথে সঙ্গম করা) যে হারাম, তা কারো অজানা নয়, যদিও তা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে হয়। কারণ, উভয় পক্ষের সম্মতি কোনো হারাম কাজকে হালাল বানাতে পারে না।

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা

আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আমাদেরকে স্ত্রীদের সাথে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [النساء]

"তোমরা কখনোও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং আল্লাহভীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা নিসা ১২৯) আর সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা বলতে রাত্রি যাপনে এবং খাওয়া-পরার অধিকার আদায়ে সুবিচার করা। সুবিচার করার অর্থ এই নয় যে, আন্তরিক ভালবাসায় সমতা বজায় রাখবে। কেননা, এটা বান্দার সাধ্যের বাইরে। কোনো কোনো লোকের কাছে একাধিক স্ত্রী থাকলে তারা একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং অপরজনের কোন খেয়াল রাখে না। একজনের কাছেই বেশি বেশি রাত্রি যাপন করে বা কেবল তারই উপর খরচা করে এবং অপর-জনকে একেবারে ত্যাগ করে। এটাই হলো হারাম। এই কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কেমন অবস্থায় আসবে, তার উল্লেখ আবূ হুরাইরা -ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে এইভাবে এসেছে,

((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ مَائِلٌ))

[رواه أبوداود وهو في صحيح الجامع ٦٤٩١]

"যার দুইজন স্ত্রী থাকে আর সে একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, কিয়ামতে সে এমন অবস্থায় আসবে যে তার একদিকের অর্ধদেহ ঝুঁকে থাকবে।" (আবূ দাউদ, সহীহুল জামে ৬৪৯১)

গায়র মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনে থাকা

শয়তান মানুষকে ফিৎনা ও হারাম কাজে পতিত করার ব্যাপারে খুবই তৎপর। এ জন্যেই আল্লাহ আমাদেরকে তার থেকে সতর্ক করেছেন।

তিনি বলেন

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ النور: ٢١

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সে তখন তাকে নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে।" (নূর ২১) শয়তান তো আদম সন্তানের শরীরে রক্তের মত সঞ্চারিত হয়। আর তার (শয়তানের) অন্যায় ও অশ্লীল কাজে পতিত করার মাধ্যমসমূহের মধ্যে অন্যতম মাধ্যম হল, অপরিচিতা মহিলার সাথে নির্জনে থাকা। তাই শরীয়ত অপরিচিতা মহিলার সাথে নির্জনে থাকাকে হারাম ক'রে এই পথকে বন্ধ করে দিয়েছে। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ)) [رواه الترمذي١١٧١]

"কোন পুরুষ যখন গায়র মাহরাম মহিলার সাথে একান্তে থাকে, তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান। (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ) আর ইবনে উমার-رضي الله عنه-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ)) [رواه مسلم]

"আজকের পর কোনো পুরুষ যেন কোনো মহিলার নিকট তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রবেশ না করে। তবে যদি তার সাথে অন্য একজন বা

দু'জন থাকে, তাহলে কোনো দোষ নেই। (মুসলিম ২১৭৩) কোনো মানুষের জন্য গায়র মাহরাম মহিলার সাথে ঘরে অথবা রুমে কিংবা গাড়ীতে একান্তে থাকা বৈধ নয়। যেমন, ভাবী, অথবা দাসী কিংবা ডাক্তারের সাথে কোনো অসুস্থ মহিলার থাকা ইত্যাদি। আবার অনেকে নিজের অথবা অন্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা থাকার কারণে এটাকে কিছু মনে করে না। ফলে অশ্লীলতা বা তার ভূমিকায় পতিত হয়ে পড়ে এবং বংশ মিশ্রণের দুঃখজনক ঘটনা ও অবৈধ সন্তান আধিক্য লাভ করে।

পরনারীর সাথে মুসাফা করা

এ ব্যাপারে অনেক সমাজের সামাজিক প্রথা শরীয়তের সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং মানুষের বাতিল চাল-চলন ও তাদের রসম-রেওয়াজ আল্লাহর বিধানের উপর এমনভাবে জয়লাভ করেছে যে, তুমি যদি তাদের কাউকে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে বল এবং দলীল পেশ কর, তবে প্রাচীনপন্থী-সেকেলে, কট্টরপন্থী, সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং নেক নিয়তে সন্দেহ সৃষ্টিকারী বলে তোমার উপর অপবাদ দিবে। আমাদের সমাজে চাচাতো বোন, ফুফুতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন এবং ভাবী ও চাচীর সাথে মুসাফা করা, পানি পান করার মত সহজ ব্যাপার। কিন্তু যদি শরীয়তী দৃষ্টিতে গভীরভাবে এর ক্ষতির দিকটা বিবেচনা করে, তবে এ কাজ কেউ করবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَأَن يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيْطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمُسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ)) [رواه الطبراني و صحيح الجامع ٤٩٢١]

"তোমাদের কারো মাথায় যদি লোহার ছুঁচ দিয়ে আঘাত করা হয়, এটা

তার জন্য এমন মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে উত্তম, যে তার জন্য বৈধ নয়।" (ত্বাবরানী, সাহীহুল জামে ৪৯২১) আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটাই হল হাতের ব্যভিচার। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرَجُ يَزْنِي)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٤١٢٦]

"চক্ষুদ্বয় যেনা করে, হস্তদ্বয় যেনা করে এবং পদদ্বয় ও লজ্জাস্থান যেনা করে। (আহমদ,সহীহুল জামে ৪১২৬) তাছাড়া মুহাম্মাদ-ﷺ-এর চেয়েও পবিত্র অন্তরের অধিকারী কি কেউ আছে? তিনি বলছেন, "আমি কোনো মহিলার সাথে মুসাফা করি না।" (আহমদ, সহীহুল জামে ২৫০৯) তিনি আরো বলেন, "আমি মহিলাদের হাত স্পর্শ করি না।" (তাবরানী, সহীহুল জামে ৭০৫৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((وَلاَ وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ)) [رواه مسلم ١٨٦٦]

"আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর হাত কখনোও কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি কথার দ্বারা তাদের থেকে বায়াত গ্রহণ করতেন।" (মুসলিম ১৮৬৬) সাবধান! এমন লোকদের তো আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যারা তাদের ধার্মিকা স্ত্রীদেরকে তালাক্বের হুমকি দেয়, যদি তারা তাদের (স্বামীদের) ভাইদের সাথে মুসাফা না করে। আর এ কথাও জেনে নেওয়া দরকার যে, মুসাফা কাপড়ের আবরণের উপরে হোক অথবা বিনা আবরণে হোক, উভয় অবস্থাতে তা হারাম।

মহিলার সুগন্ধি মেখে পুরুষদের পাশ দিয়ে যাওয়া

এটাও এমন কাজ যা বর্তমানে সর্বত্র বিদ্যমান। অথচ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কঠোর সতর্ক বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعَطَّرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ))

[رواه الأمام أحمد و صحيح الجامع ١٠٥]

"যে মহিলা সুগন্ধি মেখে পুরুষদের পাশ দিয়ে এই জন্য পেরিয়ে যায় যে, তারা তার সুবাস পাক, সে একজন ব্যভিচারিণী।" (আহমদ, সাহীহুল জামে ১০৫) আবার অনেক মহিলা এত উদাসীন যে, তারা সুগন্ধি মেখে ড্রাইভার, বিক্রেতা এবং স্কুলের পাহারাদারের কাছে নির্দ্বিধায় চলে যায়, কিছু মনেই করে না। অথচ যে মহিলা সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এমন কি মসজিদে যাওয়ারও যদি ইচ্ছা করে, তবে তার ব্যাপারে শরীয়তের কঠোর নির্দেশ হল, তাকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য যেভাবে গোসল করতে হয়, সেইভাবে গোসল করতে হবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوْجَدَ رِيْحُهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةٌ حَتىَّ تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ)) رواه الأمام أحمد وصحيح الجامع ٢٧٠٣

"যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার ক'রে এই জন্য মসজিদে যায় যে, তার সুবাস অন্যরা পাক, তার নামায ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হবে না, যতক্ষণ না সে ঐভাবে গোসল করে নিবে, যেভাবে সে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করে থাকে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ২৭০৩) বিবাহ উৎসবে এবং মহিলাদের মহফিলে যাওয়ার পূর্বে যে ধূপধুনা

ও চন্দন (সুগন্ধযুক্ত কাঠ) ব্যবহার হয়, আর বাজারে, ট্রেনে-বাসে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমন কি রমযান মাসের রাতে মসজিদে এমন কড়া আতর ব্যবহার করে যে, তা বর্ণনাতীত। এর জন্য আল্লাহর সমীপেই অভিযোগ রাখছি। শরীয়তে মহিলাদেরকে তো এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যার রং নজরে পড়লেও সুবাস হবে মৃদু। আমরা আল্লাহর নিকট কামনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হোন। কিছু নির্বোধ নর-নারীর কৃত-কর্মের আমাদেরকে যেন পাকড়াও না করেন এবং আমাদের সকলকে যেন তাঁর সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

মাহরাম ছড়া মহিলার সফর করা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ)) رواه البخاري ومسلم ١٨٨٦-٨٢٧

“কোন মহিলা যেন মাহরাম ব্যতীত সফর না করে। (বুখারী ১৮৮৬-মুসলিম৮২৭) আর এটা প্রত্যেক সফরের ক্ষেত্রে, এমন কি হজ্জের সফরের ক্ষেত্রেও। তাছাড়া মাহরাম ব্যতীত সফর করলে সে দুষ্টপ্রকৃতির লোকের দুষ্টামির সম্মুখীন হতে পারে। আর সে যেহেতু দুর্বল তাই সে দুষ্টদের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতেও পারে অথবা কমপক্ষে তার ইজ্জত ও সম্ভ্রমের ব্যাপারে (আক্রমণ ক’রে) তাকে কষ্ট দেওয়া হতে পারে। জাহাজে সওয়ার হওয়ার ব্যাপারটাও অনুরূপ, যদিও কোন মাহরাম তাকে (বিমান বন্দরে) পৌঁছে দিয়ে যায় এবং কোনো মাহরাম তাকে (বিমান বন্দরে) নিতে আসে। কিন্তু (বিমানে) তার পাশের আসনে কে বসবে? আর যদি কোনো অঘটন ঘটার ফলে

বিমান কোনো অন্য বন্দরে ল্যান্ড করে অথবা দেরী হওয়ার কারণে ঠিক সময়ে না পৌঁছে, তাহলে অবস্থা কি হবে? সমস্যা অনেক। আর এই মাহরাম সম্পর্কে চারটি শর্ত। (১) তাকে মুসলিম হতে হবে। (২) সাবালক হতে হবে। (৩) বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে এবং (৪) পুরুষ হতে হবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَبُوْهَا أَو ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا)) [رواه مسلم ١٣٤٠]

"হয় তার পিতা হবে কিংবা তার ছেলে হবে অথবা তার স্বামী হবে বা তার ভাই হবে অথবা তার সাথে যার বিবাহ চিরতরে হারাম এমন কেউ হবে।" (মুসলিম১৩৪০)

পরনারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠]

"মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।" (সূরা নূর ৩০) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "চোখের যেনা হল দৃষ্টি।" অর্থাৎ, এমন জিনিস দেখা যা আল্লাহ কর্তৃক হারাম। তবে শরীয়ত যে দেখার অনুমতি দিয়েছে, সে দেখায় কোনো দোষ নেই। যেমন, বিবাহের প্রস্তাবদাতার ও ডাক্তারের দেখা। অনুরূপ পরপুরুষকে ফিৎনার (লালসার) দৃষ্টিতে দেখা মহিলাদের জন্যও হারাম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: ٣١]

"ঈমানদার নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে।" (সূরা নূর ৩১) অনুরূপ কোনো কিশোর ও সুদর্শন ব্যক্তিকে কামদৃষ্টিতে দেখাও অবৈধ। পুরুষের জন্য পুরুষের লজ্জাস্থান এবং মহিলার জন্য মহিলার লজ্জাস্থান হারাম। আর প্রত্যেক লজ্জাস্থান যা দেখা হারাম, তা (বিনা প্রয়ো জনে) স্পর্শ করাও হারাম, যদিও কাপড়ের আবরণে হয়। শয়তান কিছু মানুষদেরকে নিয়ে খেলা করে, যারা পত্র-পত্রিকায় এবং সিনেমা ও মোবাইলের মাধ্যমে অশ্লীল ছবি দেখে, আর দলীল পেশ করে বলে যে, এগুলো তো বাস্তব ছবি নয়। অথচ এ কথা সুবিদিত যে, এ থেকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয় এবং সুপ্ত কামনা জেগে উঠে।

ঘরে বেহায়াপনা মেনে নেওয়া

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

((ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الخَبَثَ)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٣٠٤٧]

"তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্যজন এবং এমন বেহায়া যে তার পরিবারে অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৩০৪৭) আর বর্তমানে নির্লজ্জতার ও অশ্লীলতার স্বরূপ হল, পিতার দেখেও না দেখার ভান করা যখন মেয়ে বা স্ত্রী টেলিফোনে পরপুরুষের সাথে কথোপকথনে রত থাকে। তার পরিবারের কোনো মহিলার কোনে

অন্য পুরুষের সাথে একান্তে থাকাকে সে মেনে নেয়। অনুরূপ তার বাড়ির কোনো মহিলা গায়র মাহরাম ড্রাইভারের সাথে একা (কোথাও) গেলে, যেতে দেয়। আর (তার বাড়ির) মহিলাদের বেপর্দায় ঘুরাফেরা করতে অনুমতি দেয়। ফলে সকাল ও সন্ধ্যায় আগমন ও প্রত্যাগমনকারীরা তাদের খুব পরিদর্শন করে। অনুরূপ নোংরা সিনেমা অথবা (অশ্লীলতায় ভরা) পত্র-পত্রিকা ঘরে আনে, যা থেকে ফিৎনা ও ফ্যাসাদ এবং এমন নির্লজ্জকর জিনিস সংঘটিত হয়, যা উল্লেখ যোগ্য নয়।

পরের বাপকে বাপ বলা, আপন বাপকে অস্বীকার করা

শরীয়তে কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে পরের বাপকে বাপ বলবে অথবা এমন জাতির সাথে নিজের সম্বন্ধ জুড়বে, যাদের সাথে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। অনেক মানুষ অর্থের স্বার্থে এই কাজ করে এবং সরকারী কাগজে মিথ্যা সম্পর্কের প্রমাণও পেশ করে। আবার অনেকে এটা করে তার সেই বাপকে ঘৃণা ক'রে, যে বাল্যকাল থেকেই তাকে ত্যাগ করেছে। অথচ এ সবই হল হারাম। এ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় রকমের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, মাহরামের ব্যাপারে এবং বিবাহ ও উত্তরাধিকার প্রভৃতির ব্যাপারে। সহী হাদীসে সাআ'দ এবং আবূ বাকরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে,

((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)) [رواه البخاري]

"যে ব্যক্তি জেনেশোনে পরের বাপকে বাপ বলবে, তার জন্য জান্নাত হারাম।" (বুখারী ৪২২৭) বংশের ব্যাপারে অবাস্তব এবং অসত্যের আশ্রয় নেওয়া হারাম। অনেক মানুষ স্বীয় স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করার সময় যখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, তখন তার উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়

এবং বিনা কোনো প্রমাণে নিজের ছেলেকে আমার ছেলে নয় বলে দেয়। অথচ সে তার বিছানায় জন্মেছে। আবার অনেক স্ত্রীরাও (স্বামীর) আমানতের খিয়ানত ক'রে ব্যভিচারের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে এমন বংশকে স্বামীর বংশে প্রবেশ করিয়ে দেয়, যা প্রকৃতপক্ষে তার বংশের নয়। তাদের জেনে রাখা দরকার যে, এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। যখন লেআ'নের আয়াত (সূরা নূরের ৬-১০ পর্যন্ত আয়াত) অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনলেন যে,

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَن لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَن يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ)) [رواه أبوداود ٢٢٦٣]

"যে নারী কোনো বংশে এমন কাউকে প্রবেশ করিয়ে দেয় যে তাদের বংশের নয়, সে আল্লাহর রহমতের কোনো কিছুই পাবে না এবং তিনি তাকে কখনোও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করে অথচ সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে আল্লাহ স্বীয় রহমত থেকে দূর করে দেবেন এবং পূর্বাপর সকলের সামনে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।" (আবূ দাউদ)

সূদ খাওয়া

আল্লাহ তাআলা তাঁর মহা গ্রন্থে সূদখোর ব্যতীত অন্য কারো সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নাই। তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আর যদি তোমরা (সূদ বর্জন) না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো।" (সূরা বাক্বারা ২৭৮-২৭৯) আল্লাহর নিকট এটা যে অতীব জঘন্য জিনিস তার প্রমাণে এই আয়াতই যথেষ্ট। জনগণ ও দেশের সরকারদের উপর লক্ষ্যকারী ভালভাবে জানে যে, সূদী লেনদেন কিভাবে ধ্বংস ও বিনাশ সাধন করেছে। দরিদ্রতা, ব্যবসায় মন্দা পড়া, ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবনতি, বেকার সমস্যার আধিক্য বড় বড় কোম্পানি ও সংস্থার ভেঙ্গে পড়া, প্রত্যেক দিনের পরিশ্রান্ত ও ঘামঝরানো পারিশ্রমিক লম্বা-চওড়া সূদের ঋণ পরিশোধ করার পিছনে ঢেলে দেওয়া এবং অঢেল সম্পদ কেবল সীমিত কিছু লোকের হাতে বয়ে দিয়ে সমাজে শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি করা, সবেরই মূলে হল এই অভিশপ্ত সূদ। আর মনে হয় এগুলোই কিছু কারণ যে, মহান আল্লাহ সুদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন। সুদী লেন-দেনে সরাসরি অংশ গ্রহণকারী, তাতে দালালিকারী এবং তাতে সাহায্যকারী সকলেই নবী করীম-ﷺ-কর্তৃক অভিশপ্ত। জাবির-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ:هُمْ سَوَاءٌ))

[رواه مسلم ١٥٩٧]

"সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীগণ, সকলেই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কর্তৃক অভিশপ্ত এবং এরা সকলে পাপে সমানভাবে শরীক।" (মুসলিম১৫৯৭) এ থেকে জানা গেল যে, সূদের (হিসাব-বাকী)

লিখার কাজে, সূদী লেনদেনের খাতাপত্র ঠিক করার কাজে, গ্রহণ ও প্রদানের কাজে এবং পাহারাদারের কাজে চাকুরী করা বৈধ নয়। মোট কথা সুদী কারবারে শরীক হওয়া এবং তাতে যে কোনো প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা করা হারাম। এই মহাপাপ যে কত নিকৃষ্ট, সে কথা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি-ﷺ-বলেছেন,

((الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَاباً أَيْسَرُهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ)) [رواه الحاكم وهو في صحيح الجامع ٣٥٣٣]

"সূদের ৭৩টি স্তর, তন্মধ্যে সব চেয়ে নিম্ন স্তরের গোনাহ হল, কোনো মানুষের তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত। আর সব থেকে বড় সূদ হল মুসলিমের ইজ্জত-আবরুর উপর আক্রমণ করা।" (হাকিম, সহীহুল জামে ৩৫৩৩) অনুরূপ আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালাহ থেকে মার্ফূ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((دِرْهَمٌ رِباً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً)) [رواه الإمام أحمد وصحيح الجامع ٣٣٧٥]

"মানুষের জেনেশুনে সূদের একটি দিরহাম খাওয়াও ৩৬ বার ব্যভিচার করা থেকেও বড় অপরাধ। (আহমদ, সহীহুল জামে ৩৩৭৫) সূদ সকলের জন্য হারাম। এটা ধনী ও গরীবের মধ্যে নির্দিষ্ট নয়, যেমন অনেক মানুষ মনে করে। (অর্থাৎ, ধনী ও গরীবের মধ্যে হলে তা হারাম হবে, কিন্তু দুই ধনীর মধ্যে হলে তা হারাম হবে না)। বরং সাধারণভাবে সকলের উপর এবং সর্বাবস্থায় এটা হারাম। কত ধনী ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই সূদের কারণে কাঙ্গাল হয়ে গেছে। বাস্তবতা এর সাক্ষ্য দেয়। সূদের

সব থেকে নিম্ন পর্যায়ের ক্ষতি হল, তা মালের বরকত বিনষ্ট করে, যদিও (মাল) দেখে অনেক লাগে। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتُهُ تَصِيْرُ إِلَى قُل)) [رواه الحاكم وهو في صحيح الجامع ٣٥٤٢]

"সূদে মাল বর্ধিত হলেও, পরিশেষে তা কমে যায় (তাতে কোনো বরকত থাকে না)।" (হাকিম সহীহুল জামে ৩৫৪২) অনুরূপ পরিমাণে অল্প ও আধ্যিকের সাথেও সূদ নির্দিষ্ট নয়। বরং তা কম হোক বা বেশী হোক, সবই হারাম। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবর থেকে সেই মানুষের মত উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তবে এ কাজ যতই জঘন্য হোক না কেন, মহান আল্লাহ এ থেকে তাওবা করতে বলেছেন এবং তার তরীকাও বলে দিয়েছেন। তিনি সূদখোরদেরকে সম্বোধন ক'রে বলেন,

﴿ فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ ﴾ [البقرة ٢٧٩]

"যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।" (সূরা বাক্বারা ২৭৯)

মু'মিনের অন্তরে এই মহাপাপের প্রতি ঘৃণা এবং তার জঘন্যতার অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য। এমন কি যারা নিরুপায় হয়ে টাকা-পয়সা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বা চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা সুদী ব্যাঙ্কে রাখে, তাদেরও এই অনুভূতি থাকা উচিত যে, তারা নিরুপায় হয়ে রেখেছে এবং তাদের অবস্থা হল, সেই ব্যক্তির মত, নিরুপায় হয়ে যে

মৃত বা তার থেকেও জঘন্য কিছু আহার করে। আর এর সাথে সাথে তারা আল্লাহর নিকট তাওবা করবে এবং অন্য কোনো সম্ভাব্য উপায় বের করার চেষ্টা করবে। তাদের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে সূদ গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তবে তাদের হিসাবের খাতায় যদি সূদের টাকা এসে যায়, তাহলে তা যে কোনো বৈধ রাস্তায় ব্যয় করে দিবে মুক্তি লাভের জন্য, সাদক্বার নিয়তে নয়। কেননা, মহান আল্লাহ পূত-পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিসই কেবল গ্রহণ করেন। কোনোভাবেই সূদের টাকার দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হবে না। না পানাহারের কাজে লাগানো যাবে, না পরিধানে, না পরিবহনে, না বাসস্থানে, আর না যাদের জন্য ব্যয় করা অপরিহার্য যেমন, স্ত্রী অথবা সন্তানাদি বা পিতা-মাতা, তাদের জন্য ব্যয় করা যাবে। অনুরূপ সূদের টাকা যাকাত হিসাবেও দেওয়া যাবে না। তা কর পরিশোধও করার কাজেও লাগানো যাবে না এবং নিজের নাফসের উপর যুলুম রক্ষার খাতেও ব্যয় করা যাবে না। কেবল আল্লাহর পাকড়াও এর ভয়ে তা অন্য কোনে পথে ব্যয় করে দিবে।

পণ্যদ্রব্যের দোষ ঢাকা এবং বিক্রি করার সময় তা গোপন করা

((مَرَّ رَسُوْلُ الله ﷺ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ الله قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا)) [رواه مسلم ١٠٢]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-খাদ্য শস্যের একটি স্তূপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা মনে হল। তিনি বললেন, হে শস্যের মালিক! এ কি? সে বলল, হে আল্লাহর

রাসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে। তিনি বললেন, তাহলে এগুলো উপরে রাখনি কেন? লোকে দেখেশুনে ক্রয় করবে। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (মুসলিম ১০২) ইদানীং অনেক বিক্রেতা, যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে না, কোনো (পণ্য দ্রব্যের মধ্যে) কিছু চিটিয়ে দিয়ে দোষ গোপন করার চেষ্টা করে অথবা দোষযুক্তগুলো দ্রব্যের কার্টুনের একেবারে নিচে রাখে কিংবা দ্রব্যের সাথে কৃত্রিম কোনো কিছু মিশ্রিত করে যাতে দ্রব্যের বাহ্যিক রূপ খুব সুন্দর দেখায় বা মেশিনের দূষনীয় শব্দটা গোপন করে। ফলে ক্রেতা দ্রব্যাদি নিয়ে ফিরে যাওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যায়। আবার অনেকে দ্রব্যের টেকসইয়ের তারিখ (Expire date) পরিবর্তন করে ফেলে অথবা ক্রেতাকে সামান দেখতে বা যাচাই করতে নিষেধ করে। আবার যারা গাড়ী ও গাড়ীর যন্ত্রাংশ বিক্রি করে তারা তাতে বিদ্যমান দোষ সম্পর্কে বলে দেয় না অথচ এটা হারাম। নবী করীম-ﷺ-বলেন

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعاً فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ))

[رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع ٦٧٠٥]

"মুসলিমরা আপসে ভাই ভাই। কোনো মুসলিমের জন্য তার ভায়ের নিকট এমন জিনিস বিক্রি করা জায়েয নয়, যার মধ্যে দোষ আছে, যদি সে দোষ সম্পর্কে অবহিত না করে। (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৬৭০৫) আবার অনেক গাড়ী বিক্রেতারা নিলাম ঘরে ঘোষণা দেয় যে, আমি লোহার স্তুপ বিক্রি করছি, আর এ থেকে তারা নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে নেয়। কিন্তু এইভাবে বিক্রি করাও বরকত নষ্ট করে। যেমন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَّقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)) [رواه البخاري ومسلم ٢٠٧٩-١٥٣١]

"ক্রেতা ও বিক্রেতার একে অপর থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত কেনা-বেচা বাতিল করে দেওয়ার অধিকার থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য বলে এবং (সামানে দোষ থাকলে) পরিষ্কার বলে দেয়, তাহলে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হয়। আর যদি (দোষের কথা) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তবে তাতে বরকত নষ্ট করে দেওয়া হয়।" (বুখারী)

দালালি করা

বহু মানুষ এমন আছে যারা ক্রয় করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অন্যকে প্রতারিত করার জন্য জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করে এবং ক্রেতাকে মূল্য বৃদ্ধি করার প্রতি আকৃষ্ট করে। অথচ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা দালালি করবে না।" (বুখারী) এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটাও এক প্রকারের ধোঁকা। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,"প্রতারক ও ধোঁকাবাজের ঠিকানা জাহান্নাম।" (সিলসিলাতুল আহাদীস আসসাহীহা১০৫৭) নিলাম ঘরে ও গাড়ীর মার্কেটে দালালরা (দালালি ক'রে) যে উপার্জন করে, তা অপবিত্র ও হারাম উপার্জন। কারণ, তারা সেখানে অনেক হারাম কাজ করে। যেমন, কেনার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মূল্য বৃদ্ধি করা, ক্রেতাকে কেনার জন্য আকৃষ্ট করা বা বেচার জন্য আগত ব্যবসায়ীর জিনিসের মূল্য কমিয়ে দিয়ে তাকে ধোঁকা দেওয়া। অথচ দ্রব্য যদি দালালদের কারো হয়, তবে তা খুব বাড়িয়ে-চড়িয়ে বিক্রি করে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যস্থরূপে কাজ ক'রে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করে আল্লাহর বান্দাদের ধোঁকা দেয় ও ক্ষতি করে।

জুমআর দিন দ্বিতীয় আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة ٩]

"হে ঈমানদারগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জান।" (সূরা জুমুআ ৯) অনেক বিক্রেতারা দ্বিতীয় আযানের পরও তাদের দোকানে, বা মসজিদের সামনে বেচাকেনার কাজ অব্যাহত রাখে। আর এদের পাপে তারাও শরীক হয়, যারা এদের কাছে কিনে, যদিও তা দাঁতনও হয়। সঠিক উক্তি অনুযায়ী এই বেচাকেনা বাতিল। অনেক হোটেল, রুটির দোকান এবং কারখানার মালিকরা তাদের কর্মচারীদেরকে জুমআর নামাযের সময়ও কাজ করতে বাধ্য করে। এরা নিজেদের বাহ্যিক লাভ দেখলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের ক্ষতি ছাড়া কিছুই নেই। আর কর্মচারীদের উচিত রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর এই বাণীর, "আল্লাহর অবাধ্যে কোন মানুষের আনুগত্য নেই।" দাবী অনুযায়ী কাজ করা।

জুয়া ও লটারি

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة ٩٠]

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর

ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়েদা ৯০) জাহেলিয়াতের যুগে মূর্খরা জুয়া খেলতো। তাদের নিকট জুয়ার প্রসিদ্ধ তরীকা এই ছিল যে, তারা দশজন একটি উট কিনাতে সমান সমান শরীক হত। অতঃপর তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করতো। আর এটা ছিল তাদের এক প্রকার লটারি। ফলে তাদের নির্দিষ্ট প্রথা অনুযায়ী সাতজন ভিন্ন ভিন্ন অংশ লাভ করতো এবং তিনজন কিছুই পেতো না। আর বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে জুয়া খেলা হয়। যেমন,

১। লটারি। লটারির বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। সব থেকে সহজ প্রকার হল, পয়সা দিয়ে নম্বর কেনা হয়, অতঃপর এই নম্বরের ভিত্তিতে লটারি করে নাম বের করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয়জনকে ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। এটা হারাম, যদিও তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী এটাকে কল্যাণকর কাজ বলে আখ্যায়িত করে।

২। সামানের কোনো এমন প্যাকেট ক্রয় করা হয়, যার ভিতরে অজ্ঞাত কিছু থাকে অথবা সামান কেনার সময় নম্বর দেওয়া হয় এবং সেই নম্বর অনুপাতে লটারি ক'রে পুরস্কার বিজেতার নাম নির্দিষ্ট করা হয়।

৩। বীমা। (Insurance) এটাও এক প্রকার জুয়া। জীবনের, যানবাহনের এবং জিনিসের বীমা করানো। অনুরূপ আগুনে জ্বলে যাওয়ার ক্ষতি থেকে এবং অন্যান্য ভাবী হানির প্রতিকার নিমিত্ত বীমা করানো। এছাড়াও বীমার আরো প্রকার বর্তমানে বিদ্যমান। এমন কি অনেক গায়ক তাদের কণ্ঠস্বরেরও বীমা করে। এই ধরনের যত প্রকার হোক না কেন, সবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে তো জুয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে জুয়ার মত মহাপাপ সম্পাদনের জন্য বিশেষ ধরনের

সবুজ টেবিল থাকে। অনুরূপ ফুটবল ইত্যাদির প্রতিযোগিতার সময় মানুষের বিভিন্ন রকমের বাজিধরা ও শর্ত লাগানোও এক প্রকার জুয়া। এ ছাড়া অনেক ক্লাব এবং স্টেডিয়াম ইত্যাদিতে এমন বিভিন্ন প্রকারের খেলা হয়, যা জুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে প্রতিযোগিতামূলক কোনো কিছু হলে, তা হবে তিন প্রকারের।

১। তার মধ্যে দ্বীনি উদ্দেশ্য থাকবে। এটা পুরস্কারসহ ও বিনা পুরস্কার, দুইভাবেই জায়েয। যেমন, উট ও ঘোড়দৌড় এবং তীর চালানো ও নিশানাবাজির প্রতিযোগিতা। ক্বুরআন হিফযের প্রতিযোগিতাও এর পর্যায় পড়ে।

২। বৈধ প্রতিযোগিতা। (তাতে কোনো দ্বীনি লক্ষ্য থাকে না) যেমন, ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা এবং এমন দৌড়াদৌড়ির প্রতিযোগিতা, যাতে নামায নষ্ট ও লজ্জাস্থান অনাবৃত হওয়ার মত কোনো হারাম কাজ হয় না। এই ধরনের প্রতিযোগিতা বিনা পুরস্কারে বৈধ। (তবে পুরস্কার যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ দেয়, তাহলে তাও বৈধ হবে)।

৩। হারাম প্রতিযোগিতা বা এমন প্রতিযোগিতা যা হারাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যেমন, বিশ্ব সুন্দরী নির্বাচনের প্রতিযোগিতা কিংবা মুষ্ঠিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা যাতে মুখমণ্ডলে আঘাত করা হয়, অথচ মুখে আঘাত করা হারাম অথবা শিং বিশিষ্ট দুই পশুর মধ্যে ও দুই মোরগের মধ্যে লড়িয়ে প্রতিযোগিতা করানো ইত্যাদি।

চুরি করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]

“চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর তরফ হতে শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।” (মায়েদা ৩৮) আর সব চেয়ে বড় অপরাধমূলক চুরি হল আল্লাহর প্রাচীনতম ঘরে (কা’বায়) হজ্জ ও উমরাকারীদের কোনো জিনিস চুরি করা। এই প্রকারের চোররা আল্লাহর পবিত্রতম যমীন ও তাঁর ঘরের পাশে থেকেও তাঁর বিধানের কোনো মূল্যায়ন করে না। নবী করীম-ﷺ-সূর্যগ্রহণের নামায পড়ানোর সময় জাহান্নাম দর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেন,

((لَقَدْ جِيْءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَن يُصِيْبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبُ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ (أَمْعَاءَهُ) فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيْ وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ)) [رواه مسلم ٩٠٤]

“তখন আমার সামনে জাহান্নামের আগুনকে উপস্থিত করা হল, যখন তোমরা দেখলে যে আমি একটু পিছিয়ে গেলাম, যাতে আগুনের উত্তপ্ত লু যেন আমার ক্ষতি না করে দেয়। আমি জাহান্নামে বাঁকা লাঠিওয়ালাকে তার নাড়িভুঁড়ি হেঁচড়াইতে দেখলাম। সে তার বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজীদের সামান চুরি করতো হাজী সাহেব টের পেয়ে গেলে বলতো, আমার বাঁকা লাঠির সাথে আটকে গেছিল। কিন্তু টের না পেলে সামান নিয়ে পলায়ন করতো।” (মুসলিম)

জনসাধারণের শরীকানার সম্পদ থেকে চুরি করাও বড় অপরাধ। (অর্থাৎ, সরকারী সম্পদ ইত্যাদি) এই কাজ যারা করে তারা বলে যে,

অন্যরা যেমন করে, আমরাও করছি। অথচ তারা জানে না যে, এই চুরি মানে সমস্ত মুসলিমের সম্পদ লুণ্ঠন করা। কারণ, সরকারী মালের মালিক হল সমস্ত মুসলিম। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, তাদের চুরি করাকে দলীল বানিয়ে, তাদের অনুসরণ করা কোনো মতেই জায়েয নয়। আবার অনেকে অমুসলিমদের মাল এই বলে চুরি করে যে, তারা তো অমুসলিম। এটাও অবৈধ। কেননা, কেবল সেই অমুসলিমদের মালই ছিনিয়ে নেওয়া যায়, যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। সমস্ত অমসলিমদের কোম্পানি এবং এককভাবে কোনো অমুসলিমের সম্পদ লুণ্ঠন করা, এই পর্যায় পড়বে না। অন্যের পকেটে হাত দিয়ে কিছু নিয়ে নেওয়াও চুরির একটি মাধ্যম। অনেকে পরের বাড়িতে অতিথি হয়ে প্রবেশ করে চুরি করে। আবার অনেকে অতিথির থলিও খালি করে দেয়। অনেকে দোকানে প্রবেশ করে পকেটে ও কাপড়ের তলে বহু জিনিস লুকিয়ে নেয়। বহু মহিলারা তাদের কাপড়ের তলে সামান লুকিয়ে নেয়। আবার অনেকে ছোট-খাট, বা অল্প দামের সামান চুরি করাকে কিছু মনে করে না। অথচ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ))

[رواه البخاري ومسلم ٦٧٨٣-١٦٨٧]

"সেই চোরের প্রতি আল্লাহর লানত, যে ডিম চুরি করে, ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হয়। আর সেই চোরের প্রতিও আল্লাহর লানত, যে দড়ি চুরি করে, ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হয়।" (বুখারী ৬৭৮৩-১৬৮৭) যারা কোনো কিছু চুরি করেছে, তাদের প্রত্যেকের অপরিহার্য কর্তব্য হল, চুরিকৃত বস্তু তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া। অতঃপর

আল্লাহর নিকট তাওবা করা। আর এই ফিরিয়ে দেওয়া প্রকাশ্যও হতে পারে অথবা গোপনে বা কারো মাধ্যমেও হতে পার। তবে বহু চেষ্টার পরও যদি মালিকের নিকট কিংবা তার উত্তরাধিকারদের নিকট পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে সেই মালকে তার মালিকের নামে সাদক্বা করে দিবে।

ঘুষ নেওয়া ও দেওয়া

সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্যে কিংবা বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিচারপতি অথবা মানুষের যারা বিচারক, তাদেরকে ঘুষ দেওয়া বড় অপরাধ। কারণ, এতে অবিচার হয়, প্রকৃত অধিকারীর প্রতি যুলুম করা হয় এবং ফিৎনা-ফ্যাসাদ সম্প্রসারিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨]

“তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিও না।” (সূরা বাক্বারা ১৮৮) আর আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে মার্ফূ সূত্রে বর্ণিত যে,

((لَعَنَ اللهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع]

(স্বপক্ষে) বিচার-ফয়সালা করানোর জন্য যে ঘুষ দেয় এবং যে নেয়, তাদের উভয়ের উপর আল্লাহর লানত।” (আহমদ, সহীহুল জামে ৫০৬৯) তবে যদি (নিজের বৈধ) অধিকার অর্জন অথবা যুলুমের প্রতিকার ঘুষ দেওয়া ব্যতীত সম্ভব না হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে উক্ত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। বর্তমানে ঘুষ ব্যাপকহারে চলছে। এমন কি অনেক চাকরিজীবীর

নিকট বেতনের অপেক্ষা ঘুষ থেকে উপার্জিত আয় বেশী হয়। বরং অনেক কোম্পানির আয়ের খাতায় ঘুষেরও একটি খাত থাকে, তবে সেটা ভিন্ন নামে। অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছেছে যে, বহু কারবার বিনা ঘুষে শুরুও হয় না এবং ঘুষ ব্যতীত শেষও হয় না। এতে করে গরীব শ্রেণীর লোকদের চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আর এরই কারণে দায়িত্ব পালনে অনিয়মতা দেখা দেয়। কারখানার মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যে ঘুষ দেয়, তারই কাজ সুন্দরভাবে করা হয়। পক্ষান্তরে যে ঘুষ দেয় না, তার কাজ ঠিকমত করা হয় না বা করতে দেরী করে কিংবা করতে গড়িমসি করে। অথচ তার পরে এসে ঘুষদাতারা তার আগে কাজ করিয়ে নিয়ে চলে যায়। আর ঘুষের কারণে মালিকের অধিকারের মাল বেচাকেনার কাজে নিযুক্ত প্রতিনিধিদের পকেটে ঢুকে যায়। এই ধরনের বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর এই অপরাধে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তির জন্য আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বদ্দুআ করা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَعْنَةُاللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي)) [رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع]

"যে ঘুষ নেয় ও যে ঘুষ দেয়, তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর লানত।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৫১১৪)

যমীন-জায়গা আত্মসাৎ করা

যখন আল্লাহর প্রতি ভয় থাকে না, তখন শক্তিশালী ও দক্ষ ব্যক্তির জন্য তার শক্তি ও দক্ষতা বড় বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। সে তার শক্তি ও দক্ষতাকে

যুলুমের কাজে ব্যবহার করে। যেমন, কারো উপর অন্যাভাবে হাত উঠানো এবং অন্যের সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করা। আর এরই পর্যায়ভুক্ত হল, যমীন-জায়গা আত্মসাৎ করা। এর শাস্তিও অতীব কঠিন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ))

[رواه البخاري ٢٤٥٤]

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে (কারো) যমীনের সামান্য পরিমাণ নিয়ে নিবে, তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সপ্ত যমীনের ভূগর্ভে নিক্ষেপ করবেন।" (বুখারী ২৪৫৪) অনুরূপ ইয়ালা ইবনে মুররা-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত,

((أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَحْفِرَهُ حَتىَّ يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ ثُمَّ يُطَوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُقْضيَ بَيْنَ النَّاسِ)) [رواه أحمد وهو في صحيح الجامع ٢٧١٩]

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমি দাবিয়ে নিবে, তাকে আল্লাহ (কিয়ামতে) যমীনের এই অংশটুকু সাত তবক যমীন পর্যন্ত খনন করাতে বাধ্য করবেন। অতঃপর এই যমীনকে তার গলায় ততক্ষণ পর্যন্ত বেড়ীর মত ঝুলিয়ে দিবেন, যতক্ষণ না তিনি বিচার-ফয়সালা শেষ করবেন।" (আহমদ, সহীহুল জামে ২৭১৯) যমীনের নিদর্শন ও সীমারেখা পরিবর্তন করে নিজের যমীন প্রতিবেশীর থেকে বাড়িয়ে নেওয়াও এরই (যমীন আত্মসাৎ করার) আওতায় পড়ে। এরই প্রতি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ইঙ্গিত ক'রে বলেছেন "তার প্রতি আল্লাহর লানত যে যমীনের নিদর্শন পরিবর্তন করে।"

সুপারিশ করার জন্য উপঢৌকন নেওয়া

মানুষের মাঝে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা আল্লাহ কর্তৃক বান্দার উপর বিশেষ অনুগ্রহ। বান্দার উচিত এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আর এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হল, স্বীয় সম্মান ও মর্যাদাকে মুসলিমদের উপকারে ব্যয় করা। এটা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর (নিম্নের) বাণীর আওতায় পড়ে। তিনি বলেছেন،

((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ)) [رواه مسلم ٢١٩٩]

"তোমাদের মধ্যে যে তার কোনো ভাইয়ের উপকার করার সাধ্য রাখে, সে যেন তা করে।" (মুসলিম ২১৯৯) আর যে তার সম্মান দ্বারা তার মুসলিম ভাইয়ের যুলুমের প্রতিকার করবে অথবা কোনো প্রকারের হারাম কাজ সম্পাদন করা বা কারো প্রতি কোনো প্রকারের যুলুম করা ব্যতীতই তার কোনো কল্যাণ সাধন করবে, সে মহান আল্লাহর নিকট অঢেল নেকী লাভ করবে, যদি সে তার নিয়তে নিষ্ঠাবান হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর বলেছন, "কারো হয়ে সুপারিশ কর, নেকী পাবে" (বুখারী-মুসলিম) অবহিত করিয়েছেন। তবে এই সুপারিশ ও মধ্যস্থতার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ নয়। এর প্রমাণ হল, আবূ উমামা-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীস। (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,)

((مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً (عَلَيْهَا) فَقَبِلَهَا (مِنْهُ) فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيْماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٢٩٢]

"যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল। ফলে সে তাকে (বিনিময় স্বরূপ) উপঢৌকন পেশ করল। আর সে তা গ্রহণ করল, তাহলে সে নিজেকে

সূদের প্রকারসমূহের বৃহৎ প্রকারের সূদখোর সাব্যস্ত করল।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬২৯২)

অনেক মানুষ মালের বিনিময়ে তার সম্মান-মর্যাদা ও মধ্যস্থতাকে পেশ করে। কাউকে কোনো চাকুরীতে নিযুক্ত করালে অথবা কারো পদের পরিবর্তন করিয়ে দিলে কিংবা কাউকে এক জায়গা থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করিয়ে দিলে বা কোনো রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি করে দিলে সে মালের শর্ত লাগায়। সঠিক উক্তি এবং পূর্বে উল্লিখিত আবূ উমামার হাদীস অনুযায়ী এই ধরনের বিনিময় গ্রহণ করাও হারাম। বরং হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিনা শর্তেও গ্রহণ করা যাবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কর্তৃক প্রাপ্ত নেকীই সৎ কর্মকারীর জন্য যথেষ্ট। এক ব্যক্তি হাসান ইবনে সাহলের নিকট কোনো প্রয়োজন পূরণের সুপারিশ কামনা করলে তিনি তা পূরণ করে দিলেন। ফলে সে তার (হাসান ইবনে সাহলের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলে তিনি বলেন, কোনো ভিত্তিতে তুমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ? আমরা তো মনে করি, মালের যাকাতের ন্যায় মর্যাদা-সম্মানেরও যাকাত দিতে হয়। (আল আদাবুশ শারয়ীয়া) এখানে একটি পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে দেওয়া ভাল মনে করছি। আর তা হল, কোন মানুষকে পারিশ্রমিক দিয়ে কোন ব্যাপারের দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া এবং বিনিময় দিয়ে সমস্যা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে এরই পিছনে লাগিয়ে রাখা, শরীয়তী শর্তানুযায়ী বৈধ ভাড়াবৃত্তের পর্যায় পড়ে। পক্ষান্তরে নিজের প্রভাব ও মধ্যস্থতাকে কেবল মালের বিনিময়ে ব্যয় করা হল হারাম।

শ্রমিকের পারিশ্রমিক পুরাপুরি আদায় না করা

নবী করীম-ﷺ-শ্রমিকের অধিকার অতি সত্বর আদায় করার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

((أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن يَجِفَّ عَرَقُهُ)) [رواه ابن ماجة]

"শ্রমিকের মজুরী তার ঘাম শুকানোর আগেই মিটিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ) মুসলিম সমাজে বহু প্রকারের যুলুম বিদ্যমান। তন্মধ্যে হল, শ্রমিক, মজদুর এবং চাকরিজীবীদের অধিকার আদায় না করা। আর এই অধিকার আদায় না করা বিভিন্নভাবে হয়। যেমন,

১। শ্রমিকের সমস্ত অধিকারকে অস্বীকার করাঃ

এদিকে শ্রমিকের কাছে (তার অধিকারকে সাব্যস্ত করার মত) প্রমাণ থাকে না। এই শ্রমিকের অধিকার দুনিয়াতে নষ্ট হলেও কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নষ্ট হবে না। কেননা, অত্যাচারিত ব্যক্তির মাল ভক্ষণকারী অত্যাচারী কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর তার নেকী মাযলুমকে দেওয়া হবে। যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপসমূহকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

২। তার অধিকার ঘটিয়ে দেওয়াঃ

তার সম্পূর্ণ অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে কিছু কমিয়ে দেওয়া। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, "যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ।" (সুত্বাফফিফীন ১) তাদের ব্যাপারটাও এরই পর্যায়ভুক্ত, যারা বিদেশ থেকে কর্মচারীদেরকে নির্দিষ্ট বেতনের চুক্তি করে নিয়ে আসে। তারা

এসে কাজে যোগ দিলে তাদের সাথে কৃতচুক্তির পরিবর্তে কম বেতনের অন্য চুক্তি করে। না চাওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে কাজ করতে হয়। তারা তাদের অধিকারকে প্রমাণও করতে পারে না। ফলে তারা তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করে। আবার কর্মীর যালেম মালিক যদি মুসলিম হয়, আর কর্মী অমুসলিম হয়, তবে অধিকার কম দেওয়াই তার (অমুসলিমের) জন্য ইসলাম কবুল করার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে (মালিক) তার পাপও নিজের মাথায় চাপিয়ে নেয়।

৩। অতিরিক্ত কাজ তার উপরে চাপিয়ে দেওয়াঃ

অতিরিক্ত কাজ তার চাপিয়ে দেয় অথবা কাজের সময়-সীমা বাড়িয়ে দেওয়া এবং আসল বেতন ব্যতীত অতিরিক্ত কাজের কোনো পারিশ্রমিক না দেওয়া।

৪। তার পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করাঃ

শ্রমিকের প্রচেষ্টা, লাগাতার তদবীর এবং অভিযোগ ও আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পর সে তার পারিশ্রমিক পায়। আবার কখনো মালিকের গড়িমসি করার উদ্দেশ্য এই হয় যে, শ্রমিক বিরক্ত হয়ে তার অধিকার ত্যাগ করে দেবে, আর দাবী করবে না অথবা সে মজদুরের বেতন আটকে রেখে সেগুলো তার কারবারে লাগাতে চায়। অনেকে তো শ্রমিকের বেতনের টাকা সূদে খাটায়, অথচ বেচারা মজদুরের ভাগ্যে না এক দিনের খোরাক জুটে, আর না তার সেই অভাবী পরিবার ও সন্তান -সন্ততিদের জন্য খোরাকী পাঠাতে পারে, যাদের জন্য সে স্বদেশ ত্যাগ করেছে। এই ধরনের যালেম মালিকদের জন্য রয়েছে কিয়ামতের দিনের কঠোর আযাব, ধ্বংস ও সর্বনাশা! আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

((ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، رَجُلٌ بَاعَ حُراً وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)) [رواه البخاري ٢٢٢٧]

"তিন প্রকার লোক এমন আছে, কিয়ামতের দিন যাদের প্রতিবাদী স্বয়ং আমি; সে ব্যক্তি, যে আমার নামে অঙ্গীকারবদ্ধ হল, পরে তা ভঙ্গ করল। সে ব্যক্তি, যে স্বাধীন মানুষকে (প্রতারণা দিয়ে) বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। সে ব্যক্তি, যে কোনো মজুরকে খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরাপুরি কাজ নিল, কিন্তু তার মজুরী দিল না।" (বুখারী ২২২৭)

কোনো কিছু প্রদানে সন্তানদের মধ্যে না-ইনসাফী করা

অনেকে তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কোনো কোনো সন্তানকে নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু প্রদান করে এবং অন্যদেরকে বঞ্চিত করে। সঠিক উক্তি অনুযায়ী এটা হারাম, যদি এর পিছনে কোনো শরীয়তী কারণ না থাকে। আর শরীয়তী কারণ বলতে যেমন, কোনো এক ছেলের এমন প্রয়োজন দেখা দিল যে প্রয়োজন অন্যদের নেই। উদাহরণ স্বরূপ যেমন, কোন ছেলের ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়া অথবা ঋণী হয়ে পড়া কিংবা সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করার কারণে পিতার পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কার দেওয়া বা জীবিকা অর্জনের তার কোন পথ না থাকা কিংবা তার সংসার খুব বড় অথবা সে জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত প্রভৃতি। তবে পিতার এই নিয়ত থাকতে হবে যে, শরীয়তী যে কারণের ভিত্তিতে কোনো এক ছেলেকে সে প্রদান করেছে, এই কারণ যদি অন্য ছেলের মধ্যেও দেখা দেয়, তবে সে তাকেও অনুরূপ দিবে। (সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করার) সাধারণ দলীল হল, মহান আল্লাহর (নিম্নের) বাণী,

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ﴾ [المائدة: ٨]

"সুবিচার কর। এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর।" (মায়েদা ৮) আর এর বিশেষ দলীল হল, নো'মান ইবনে বাশীর-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীস। বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পিতা নবী করীম-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

((إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً، فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَهُ؟)) فَقَالَ: لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ:، فَارْجِعْهُ)) رواه البخاري وفي رواية: فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: ((فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ)) قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ)) الفتح ٥/ ٢١١ وفي رواية: فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذاً فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) [رواه مسلم ١٦٢٣]

"আমি আমার এই ছেলেকে একটি ক্রীতদাস দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, তুমি তোমার সকল ছেলেকে কি অনুরূপ দিয়েছ? তিনি (নো'মান ইবনে বাশীরের পিতা) বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, তাহলে তুমি তা (ক্রীতদাস) ফিরিয়ে নাও।" (বুখারী) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তখন বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি ফিরে গিয়ে তার দেওয়া ক্রীতদাস ফিরিয়ে নেন। আর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলু- ল্লাহ-ﷺ-বললেন, তবে আমাকে সাক্ষী বানাও না। কেননা, আমি যুলুমের সাক্ষ্য দিই না।" (মুসলিম ১৬২৩)

অনেক পরিবারের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বহু পিতা যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, স্বীয় সন্তানদের যখন কিছু দেয়, তখন

তাদের কাউকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়। আর এইভাবে সে তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে এবং তাদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দেয়। কোন এক বেটাকে এই জন্য দেয় যে, সে দেখতে-শুনতে চাচাদের মত হয়েছে। অপরজনকে এই জন্য বঞ্চিত করে যে, সে তার মামাদের মত হয়েছে। (আমাদের পরিবেশে এটা না থাকলেও কোন কোনো সমাজে আছে) অথবা এক স্ত্রীর সন্তানদের দেয় এবং অন্য স্ত্রীর সন্তানদের দেয় না। আবার কখনো এক স্ত্রীর সন্তানদের বিশেষ স্কুলে ভর্তি করায়, অথচ অপর স্ত্রীর সন্তানদের সাথে এ রকম করে না। সন্তানদের মধ্যে না-ইনসাফী করার কঠিন পরিণতির সম্মুখীন পিতাকেই হতে হবে। কারণ, ভবিষ্যতে এই বঞ্চিত সন্তানরা বেশীরভাগই পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করে না। যে কোনো কিছু প্রদানের ব্যাপারে ছেলেদের মাঝে পার্থক্য সূচিত করে, তাকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَن يَكُوْنُوْا إِلَيْكَ فِي البِرِّ سَوَاءً)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ١٦٢٣]

"তুমি কি চাওনা যে, তোমার সাথে সদ্ব্যবহারে তোমার সকল সন্তানরা সমান সমান শরীক হোক?" (আহমদ, সহীহুল জামে ১৬২৩)

বিনা প্রয়োজনে মানুষের নিকট চাওয়া

সাহল ইবনে হানযালিয়া-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ)) قَالُوْا: وَمَا الْغِنَى

الَّذِيْ لاَ تَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: ((قَدْرَ مَا يُغَدِّيْهِ وَ يُعَشِّيْهِ)) [رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع ٦٢٨٠]

"যে ব্যক্তি নিজের কাছে যথেষ্ট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, প্রকৃতপক্ষে সে বেশী বেশী আগুনের টুকরো জমা করে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, কি পরিমাণ মাল থাকলে ভিক্ষা করা উচিত হবে না? তিনি বললেন, দ্বিপ্রহর ও রাত্রের খাবার মত কিছু থাকলে।" (আবূ দাউদ, সহীহুল জামে ৬২৮০) আর ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন

((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوْشاً كُدُوْشاً فِي وَجْهِهِ))

[رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٢٥٥]

"যে ব্যক্তি যথেষ্ট পরিমাণ মাল থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন এই ভিক্ষা তার মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করবে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬২৫৫)

অনেক ভিক্ষুক মসজিদে আল্লাহর বান্দাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে যিকির ও তসবীহ পাঠে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। কেউ কেউ তো মিথ্যা কাগজ বানিয়ে নিয়ে আসে এবং অবাস্তব কাহিনী বর্ণনা করে। পরিবারের সকল সদস্যগণকে বিভিন্ন মসজিদে ভাগ করে দেয়। অতঃপর আবার একত্রিত করে অন্যান্য মসজিদে প্রেরণ করে। অথচ তারা যে মুখাপেক্ষীহীন এ কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যখন তারা মারা যায়, তখন তাদের রেখে যাওয়া অনেক সম্পদ প্রকাশ পায়। এ দিকে প্রকৃতার্থে যারা অভাবী, যাচঞা না করার কারণে অজ্ঞরা

তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। আর তাদেরকে বুঝতে পারা যায় না বলে তাদের উপর সাদক্বাও করা হয় না।

পরিশোধ না করার নিয়তে ঋণ নেওয়া

আল্লাহর নিকট বান্দাদের অধিকারের গুরুত্ব অনেক। তাই মানুষ তাওবার দ্বারা আল্লাহর অধিকার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু বান্দাদের অধিকার আদায় থেকে সেই দিনের পূর্বে মুক্তির কোনো পথ নেই, যে দিন দীনার ও দিরহাম দ্বারা অধিকার পূরণ করা হবে না, বরং নেকী ও পাপের দ্বারা অধিকার পূরণ করা হবে। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء٥٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।" (সূরা নিসা ৫৮) ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করাটাও আমাদের সমাজে সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অনেকে তো প্রয়োজনের দাবীতে ঋণ করে না, বরং তারা ঋণ করে বিলাসিতায় প্রসার আনার জন্য এবং অন্যের অন্ধ অনুকরণ করে নতুন গাড়ী ও ঘর-বাড়ি সজ্জিত করণের ক্ষণস্থায়ী সামান ইত্যাদি কেনার জন্য ঋণের বোঝা ঘাড়ে চাপায়। আর এই ধরনের লোকেরাই কিস্তিতে সামান কেনার জালে ফেঁসে যায়, অথচ কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনেক প্রকার সন্দেহযুক্ত বা হারাম। বস্তুতঃ বিনা প্রয়োজনে ঋণ করার কারণেই তার পরিশোধে গড়িমসি হয় এবং এতে অন্যের সম্পদ নষ্ট হয়। নবী করীম-ﷺ-এই কাজের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন,

((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا

أَتْلَفَهُ اللهُ)) [رواه البخاري ٢٣٨٧]

যে ব্যক্তি পরিশোধ করার নিয়তে মানুষের কাছ থেকে ঋণ নিবে, আল্লাহ তার হয়ে আদায় করে দিবেন। কিন্তু যে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিবে, আল্লাহ তাকেই বিনাশ করে দিবেন।" (বুখারী ২৩৮৭) মানুষ ঋণের ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। এটাকে খুব সামান্য ভাবে, অথচ আল্লাহর নিকট এটা বিরাট ব্যাপার। এমন কি শহীদ সুমহান বৈশিষ্ট্য, অঢেল নেকী এবং সর্বোচ্চ স্থান লাভ করা সত্ত্বেও ঋণের শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। যার প্রমাণ নবী করীম-ﷺ-এর (নিম্নের) বাণী,

((سُبْحَانَ الله! مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيْلِ الله، ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتىَّ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ)) [رواه النسائي وهو في صحيح الجامع ٣٥٩٤]

"সুবহানাল্লাহ! ঋণের ব্যাপারে কত কঠিন বার্তা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। সেই আল্লাহর শপথ, যার মুষ্ঠির মধ্যে আমার প্রাণ, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হয়। অতঃপর আবার জীবিত হয়ে আবার শহীদ হয়। অতঃপর আবার জীবিত হয়ে আবার শহীদ হয়। আর তার উপরে যদি কোনো ঋণ থাকে, তবে সেই ঋণ তার পক্ষ হতে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (নাসায়ী, সহীহুল জামে ৩৫৯৪) এই হাদীস শুনার পরও কি ঋণ পরিশোধে গড়িমসিকারীরা তাদের মূর্খতা থেকে ফিরে আসবে, না আসবে না?"

হারাম খাওয়া

যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে এ পরোয়া করে না যে, মাল কিভাবে উপার্জন করতে হবে এবং কোনো পথে ব্যয় করতে হবে। বরং তার

কেবল লক্ষ্য হয় বৈধ ও অবৈধ যে কোন পন্থায় পুঁজি বাড়ানো ও অর্থ সঞ্চয় করা। তাতে চুরি করে হোক, ঘুষ খেয়ে হোক, ছিনতাই করে হোক, মিথ্যা পন্থা অবলম্বন করে হোক, হারাম ব্যবসা করে হোক, সুদ খেয়ে হোক অথবা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে হোক কিংবা হারাম কাজের পারিশ্রমিক নিয়ে হোক, যেমন, গণক সেজে, ব্যভিচার করে এবং গান গেয়ে মজুরী নেওয়া কিংবা অন্যায়ভাবে জনসাধারণের ও মুসলিমদের মাল আত্মসাৎ করে হোক অথবা অন্যকে তার সম্পদ দেওয়াতে বাধ্য করে হোক কিংবা বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে হোক। ফলে এই (হারাম পন্থায় উপার্জন) থেকে সে খায়, পরে এবং সাওয়ারী ও বাড়ি-বিল্ডিং তৈরী করে অথবা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাকে খুব সাজায় এবং হারাম জিনিস স্বীয় পেটে পুরে। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((كُلُّ لَحمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ)) [رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع ٤٤٩٥]

"যে মাংস হারাম খাদ্যে তৈরী, জাহান্নামই তার হকদার বেশী।" (তাবরানী, সহীহুল জামে ৪৪৯৫) আর কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে যে, মাল কিভাবে উপার্জন করেছ এবং কোন পথে ব্যয় করছ। তখনই ধ্বংস ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই কারো কাছে যদি হারাম মাল থাকে, তবে অতিসত্বর যেন তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে নেয়। আর তা যদি কোন মানুষের অধিকার হয়, তাহলে তার নিকট তার অধিকার পৌঁছে দিয়ে সেই দিন আসার পূর্বে পূর্বেই যেন তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেয়, যেদিন দীনার ও দিরহাম কাজে আসবে না। বরং সেদিন অধিকার পূরণ করা হবে নেকী ও পাপের মাধ্যমে।

মদ পান করা, যদিও এক ফোঁটা হয়

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة:٩٠]

"হে ঈমানতারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (মায়েদা ৯০) আর বাঁচে থাকতে বলার নির্দেশ দেওয়াই হল এই জিনিস হারাম হওয়ার সব থেকে বলিষ্ঠ দলীল। তাছাড়া মদকে প্রতিমা তথা কাফেরদের উপাস্য ও মূর্তির সাথে সংযুক্ত করেছেন। অতএব তাদের দলীল কার্যকরী হতে পারে না, যারা বলে মদকে হারাম বলা হয়নি, বরং তা থেকে বাঁচতে বলা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মদ পানকারীর কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। জাবির-رضي الله عنه-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

((إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْداً لِمَن يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَن يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الخَبَالِ)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: ((عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ)) [رواه مسلم]

"মদ পানকারীর সাথে আল্লাহর অঙ্গীকার হল, তাকে তিনি "তীনাতুল খাবাল" পান করাবেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! "তীনাতুল খাবাল" কি? তিনি বললেন, তা হল, জাহান্নামীদের ঘাম অথবা তাদের (শরীর থেকে) নির্গত পুঁজ।" (মুসলিম) অনুরূপ ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ مَاتَ مُدْمِنُ خَمْرٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ كَعَابِدِ وَثْنٍ)) [رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع ٦٥٢٥]

"অব্যাহত শারাবপানকারী এই অবস্থায় (তাওবা না করে) মারা গেলে, সে আল্লাহর সাথে একজন মূর্তিপূজকের মত সাক্ষাৎ করবে।" (ত্বাবরানী সহীহুল জামে ৬৫২৫) বর্তমানে অসংখ্য প্রকারের শারাব আবিষ্কার হয়েছে। আর সেগুলোর আরবী ও অন্য ভাষায় বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, বীয়ার, (Beer) অ্যাল'কহল (Alcohal), আ্য'রাক (Arrack), (তাড়ি), ভড'ক্যা (রুশীয় মদ্যবিশেষ), শ্যাম্পেন (Champage) ইত্যাদি। আর এই উম্মতে সেই প্রকার লোকেরও আবির্ভাব ঘটে গেছে, যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ভবিষ্যৎ বাণী ক'রে বলে গেছেন যে,

((لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٥٤٥٣]

"আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, তবে সেটাকে অন্য নামে আখ্যায়িত করবে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৫৪৫৩) প্রতারিত করে মদ না বলে এটাকে তারা স্প্রিট অ্যাল'কহল বলে আখ্যায়িত করে। "তারা আল্লাহ এবং ঈমানদাদের ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না, কিন্তু তারা অনুভব করতে পারে না।" (সূরা বাক্বারা ৯) তাছাড়া শরীয়ত এমন এক সুমহান নীতির কথা উল্লেখ করেছে যে, তদ্দ্বারা বিষয়ের অকাট্য মীমাংসা হয়ে যায় এবং দ্বীনের সাথে খেল-তামাশাকারীদের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আর সে নীতি হল রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর (নিম্নের) বাণী,

((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) [رواه مسلم ٢٠٠٣]

"প্রত্যেক নেশাজাতীয় জিনিস মদ এবং প্রত্যেক নেশাজাতীয় জিনিস হারাম।" (মুসলিম ২০০৩) সুতরাং যেসব জিনিস জ্ঞান-বুদ্ধিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং নেশাগ্রস্ত বানিয়ে দেয়, তা সবই হারাম। তাতে তা অল্প হোক বা বেশি। আর নাম যত রকমের ও যত প্রকারের হোক না কেন, জিনিস একটাই এবং তার বিধানও সকলের জানা। পরিশেষে শারাব পানকারীদের জন্য নবী করীম-ﷺ-এর এই উপদেশ পেশ করা হল। তিনি-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقاً عَلَى اللهِ أَن يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا رَدَغَةُ الخَبَالِ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ)) [رواه إبن ماجة وهو في صحيح الجامع ٦٣١٣]

"যে ব্যক্তি মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হয় না। আর এই অবস্থায় সে যদি মৃত্যু বরণ করে, তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু সে যদি আল্লাহর নিকট তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবাকে কবুল করবেন। অতঃপর সে যদি পুনরায়

শারাব পান করে নেশাগ্রস্ত হয়, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না। আর এই অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু যদি সে আবারও আল্লাহর নিকট তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। এর পরও যদি সে পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহর দায়িত্ব হবে তাকে কিয়ামতের দিন "রাদগাতুল খাবাল" পান করানো। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! "রাদগাতুল খাবাল" কি? তিনি বললেন, তা হল জাহান্নামীদের গলিত পুঁজ।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৬৩১৩) এই যদি হয় শারাব পানকারীদের অবস্থা, তবে তাদের অবস্থা কি হবে, যারা অব্যাহতভাবে এর থেকেও অধিক কড়া ও তীব্র নেশাজাতীয় জিনিস ব্যবহার করে?

সোনার প্লেটে পানাহার করা

বাড়ি-ঘরের ব্যবহারিক জিনিস বিক্রি হয় এমন কোন দোকান নেই, যেখানে সোনা ও রূপার প্লেট পাওয়া যায় না অথবা সোনা ও রূপার পানি দিয়ে রঙ করা প্লেট পাওয়া যায় না। অনুরূপ বিত্তশালীদের ঘরে ঘরে এবং অনেক হোটেলে এই ধরনের প্লেট দেখা যায়। বরং এই প্রকার প্লেটই হল সব থেকে মূল্যবান উপহার, যা মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরকে পেশ করে। আবার অনেকে নিজের ঘরে সোনা ও রূপার প্লেট না রাখলেও বিবাহ-শাদীর উৎসবে অন্যের বাড়িতে খুব ব্যবহার করে। এ সবই হল শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। যারা সোনা ও রূপার প্লেট ব্যবহার করে, তাদের ব্যাপারে নবী করীম-ﷺ-থেকে কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে। উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

((إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ

جَهَنَّمَ)) [رواه مسلم ٢٠٦٥]

"যে সোনা ও রূপার প্লেটে পানাহার করে, সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে।" (মুসলিম২০৬৫) আর এই হুকুম এমন সব জিনিসকে পরিব্যাপ্ত করে, যা প্লেটের পর্যায় পড়ে এবং খাদ্যপাত্র বলে গণ্য হয়। যেমন, চামচ, ছুরি এবং আতিথ্যে ব্যবহৃত ও বিবাহ-শাদীর উৎসবে পেশকৃত মিষ্টির ডিব্বা ইত্যাদি। আবার অনেকে বলে যে, আমরা তো এ সব ব্যবহার করি না, আমরা কেবল সৌন্দর্যের জন্য আলমারীতে সাজিয়ে রাখি। তার (সোনার) ব্যবহারের পথ বন্ধ করে এটাও জায়েয নয়।

মিথ্যা সাক্ষ্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ* حُنَفَاءَ لله غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ﴾ [سورة الحج ٣٠-٣١]

"সুতরাং তোমরা দূরে থাক মূর্তিরূপ অপবিত্রতা হতে এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর কোন শরীক না ক'রে।" (সূরা হাজ্জ ৩০-৩১) আর আব্দুর রাহমান ইবনে আবূ বাকরা-ﷺ-তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন

((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثاً:قَالُوْا بَلَى يَارَسُوْلَ الله، قَالَ الْإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ-وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئاً- فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَازَالَ

يُكَرِّرُهَا حَتىَّ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ)) [رواه البخاري ٢٦٥٤]

"আমি কি তোমাদেরকে মহাপাপের কথা বলে দিব না?" এইরূপ তিনবার বললেন। অতঃপর সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ করা।" অতঃপর তিনি হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, "শোনো, আর মিথ্যা সাক্ষ্য।" অতঃপর শেষোক্ত এই কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমন কি সেই বলাতে সাহাবীগণ (আপসে বা মনে মনে) বললেন, যদি তিনি চুপ হতেন।" (বুখারী২৬৫৪) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বার বার সাবধান করার কারণ হল, এ ব্যাপারে মানুষ উদাসীন, শত্রুতা ও বিদ্বেষসহ আরো অনেক জিনিস এ কাজে (মানুষকে) উৎসাহ দান করে এবং এ থেকে জন্ম নেয় বহু ফিৎনা। এই মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে বহু অধিকার নষ্ট হয়। বহু নির্দোষ মানুষ এর কারণে অত্যাচারের শিকার হয়, অথবা মানুষ এমন জিনিস অধিকার করে, যার তারা প্রাপক নয়, কিংবা এই মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এমন বংশের সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে যে বংশের তারা হয় না।

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে উদাসীনতার দৃশ্য আদলতেও দেখা যায়। সেখানে মানুষ অপর কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, তুমি আমার জন্য সাক্ষ্য দাও, আমিও তোমার জন্য সাক্ষ্য দেব। ফলে তার হয়ে কোনো জমির বা ঘরের মালিকানার সাক্ষ্য দেয় অথবা কোনো ঝগড়ায় তার নির্দোষ হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। অথচ এ সবের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিতির। তার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় আদালতের দরজায় বা দেউড়িতে। এই ধরনের সাক্ষ্য হল

মিথ্যা ও মনগড়া সাক্ষ্য। কাজেই আল্লাহর কিতাব যেভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা বলেছে, সেইভাবেই সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। "আমরা তা-ই বলি, যা আমাদের জানা আছে। (সূরা ইউসুফ ৮১)

গান-বাজনা শোনা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [لقمان ٦]

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা অজ্ঞতায় লোকদের আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয়।" ইবনে মাসউদ-ﷺ-আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন যে, আল্লাহর এই বাণীর অর্থ হল গান-বাজনা। (তফসীরে ইবনে কাষীর) আর আবূ আমের এবং আবূ মালিক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি-ﷺ-বলেছেন,

((لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخِرَ وَالحَرِيْرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ...)) [رواه البخاري]

"নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক সম্প্রদায় হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমের বস্ত্র, মদ্য এবং বাদ্য যন্ত্রকে হালাল মনে করবে।" (বুখারী) অনুরূপ অনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَيَكُوْنَنَّ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ إِذَا شَرِبُوا الخَمُوْرَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالمَعَازِفَ)) [رواه الترمذي]

"আমার উম্মতের উপর কয়েক প্রকারের আযাব আসবে, যমীনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে, পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে এবং আকৃতির পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। আর এটা হবে তখন, যখন তারা মদ পান করবে, গায়িকা ক্রীতদাসী রাখবে এবং বাদ্য-যন্ত্র বাজাবে।" (তিরমিযী) নবী করীম-ﷺ-ঢোল-তবলা থেকেও নিষেধ প্রদান করেছেন। আর বাঁশি সম্পর্কে তিনি-ﷺ-বলেন, ওটা হল, নির্বোধ দুষ্ট লোকের শব্দ। ইমাম আহমদ (রহঃ)সহ পূর্বের আলেমগণ সেই সময়কার যাবতীয় বাদ্য-যন্ত্র যেমন, বীণা (Lute), ম্যান'ডলিন (Mandolin), এবং সিম'ব্যাল (Cymbal) ইত্যাদির হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানের বাদ্য-যন্ত্র যেমন-জিথার (Ziher), বেহালা (Vilin),গীটার (Guitar) এবং বাঁশরী প্রভৃতি সহ অন্য যত রকমের বাদ্য-যন্ত্র বিদ্যমান, সবই নবী করীম-ﷺ-কর্তৃক নিষিদ্ধ বাদ্য-যন্ত্রেরই আওতায় পড়ে। বরং পুরাতন অবৈধ বাদ্য-যন্ত্রের অপেক্ষা নিত্য-নতুন বাদ্য-যন্ত্রগুলো মানুষের মনকে উদাস করতে ও আনন্দে মাতিয়ে তুলতে বেশী কার্যকরী হয়। ইবনুল ক্বাইয়ুম প্রভৃতি আলেমগণের উক্তি হল, গান-বাজনা মানুষকে মদের থেকেও বেশী মাতাল করে তুলে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাজনার সাথে যদি গান এবং গায়িকাদের কণ্ঠস্বরও থাকে, তবে হারাম আরো কঠিন হবে এবং পাপ আরো ভয়ানক হবে। আবার গানে যদি প্রেম-ভালবাসা ও মহিলাদের সৌন্দর্যের কথা থাকে, তবে বিপদ আরো ভয়াবহ হয়ে যায়। এই জন্যই আলেমগণ বলেছেন যে, গান হল ব্যভিচারের ডাক। গান অন্তরে নেফাক উদগত করে। মোট কথা গান-বাজনাই হল বর্তমানের সব থেকে বড় ফিৎনা। আবার ঘড়ি, ঘন্টা, শিশুদের খেলনা, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন টেলিফোন

যন্ত্রেও এই বাজনা ঢুকে গিয়ে ফিৎনাকে আরো বর্ধিত করেছে। এ থেকে বাঁচার জন্য দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। আল্লাহই আমাদের সাহায্যকারী।

গীবত করা

মুসলিমদের গীবত করা এবং তাদের সম্ভ্রম লুটা অনেক মজলিসের তৃপ্তিকর বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অথচ এটা এমন এক বিষয়, যা থেকে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিষেধ করেছেন। অতীব এক ঘৃণিত জিনিস বলে তাদেরকে অবহিত করিয়েছেন এবং এমন এক জঘন্য জিনিসের সাথে এর তুলনা করেছেন, যাকে অন্তর ঘৃণা করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: ١٢]

"তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভায়ের মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই মনে কর।" (সূরা হুজুরাত ১২) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এই আয়াতের ব্যাখ্যা তাঁর (নিম্নের) বাণীতে এইভাবে দিয়েছেন,

((أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ)) [رواه مسلم ٢٥٨٩]

"তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি-ﷺ-বললেন, গীবত হল, তোমার ভাইয়ের এমন প্রসঙ্গ তুলে ধরা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞাসা করা

হল, যদি সেই দোষ তার মধ্যে থাকে, যা আমি বলছি? তিনি বললেন, ঐ দোষ তার মধ্যে থাকলে তবেই তো গীবত হয়। আর ঐ দোষ না থাকলে তার উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে।" (মুসলিম ২৫৮৯) সুতরাং গীবত হল, মুসলিম ভাইয়ের এমন প্রসঙ্গ তুলে ধরা, যা সে অপছন্দ করে। আর এই গীবত তার দৈহিক, দ্বীনী বিষয়, পার্থিব কোনো বিষয়, আত্মিক কোনো বিষয় এবং চরিত্র ও অভ্যাসগত কোনো বিষয় সম্পর্কিতও হতে পারে। বিভিন্নভাবে এটা হয়। যেমন, কারো কোনো দোষ অন্যের নিকট বর্ণনা করা বা তার চালচলন ও ভাব-ভঙ্গিমা তাচ্ছিল্য ভরে বর্ণনা করা। গীবত আল্লাহর নিকট অতীব জঘন্য ও ঘৃণিত, তা সত্ত্বেও মানুষ এটাকে সামান্য ভাবে। আর এর ঘৃণিত হওয়ার দলীল হল রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর (নিম্নের) বাণী,

((الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَ سَبْعُوْنَ بَاباً أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيْهِ)) [السلسلة الصحيحة ١٨٧١]

"সূদের ৭৩ টি স্তর, তন্মধ্যে সব চেয়ে নিম্ন স্তরের গোনাহ হল, কোনো মানুষের তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত। আর সব থেকে বড় সুদ হল মুসলিমের ইজ্জত-আবুরুর উপর আক্রমণ করা।" (সিলসিলাতুস সাহীহা ১৮৭১) যে ব্যক্তি (গীবত হয় এমন) মজলিসে উপস্থিত থাকে, তার অপরিহার্য কর্তব্য হল, অন্যায় কাজের নিষেধ দান করা এবং স্বীয় ভাইয়ের পক্ষ থেকে গীবত খণ্ডন করা। আর এই কাজের প্রতি নবী করীম উৎসাহ দান ক'রে বলেন,

((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٢٣٨]

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে গীবতের খণ্ডন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।” (আহমদ, সহীহুল জামে ৬২৩৮)

চুগলী করা

ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মানুষের কথা একে অপরের কথা পৌঁছে দেওয়া পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার এবং মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠোর কারণসমূহের অন্যতম কারণ। মহান আল্লাহ এই কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা ক’রে বলেন,

﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِيْنٍ، هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِّنَمِيْمٍ ﴾ [القلم: ١٠-١١]

“এবং অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।” (সূরা ক্বালাম ১০-১১) হুযায়ফা-ﷺ-থেকে মার্ফূ সূত্রে বার্ণত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

(لاَيَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ)) [رواه البخاري ٦٠٥٦]

“চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (বুখারী ৬০৫৬) আর ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ المَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُوْرِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى[وفي رواية: وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ] كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)) [رواه البخاري ومسلم ٢١٦-٢٩٢]

“একদা নবী করীম-ﷺ-মদীনার কোনো এক বাগানের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি এমন দুই ব্যক্তির শব্দ শুনতে পেলেন যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তাই তিনি বললেন, এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে বড় কিছুর কারণে আযাব হচ্ছে না। অতঃপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা বড় পাপ। এদের মধ্যে একজন নিজের প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচতো না এবং দ্বিতীয়জন লোকের চুগলী করে বেড়াতো।” (বুখারী২১৬-মুসিলম ২৯২)

চুগলীর আর এক জঘন্য রূপ হল, স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রচেষ্টা করা। অনুরূপ অনেক চাকুরীজীবীর তার অন্য কোনো সাথীর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে একে অপরের কথা ম্যানেজারের নিকট বা দায়িত্বশীলের নিকট পৌঁছে দেওয়াও এক প্রকার চুগলী এবং এ সবই হল হারাম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে উঁকি মারা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧]

“হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের হতে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে।” (সূরা নূরা ২৭) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-অনুমতি নেওয়ার কারণ বর্ণনা ক’রে বলেন যে, যাতে ঘরের গোপনীয় কোন জিনিসের প্রতি অন্যের দৃষ্টি না পড়ে। তিনি-ﷺ-বলেন, “দৃষ্টির

কারণেই অনুমতি নেওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে।" (বুখারী) আর বর্তমানে তো বাড়ি-ঘর খুবই কাছাকাছি ও লাগালাগি, একে অপরের দরজা ও জানালা একেবারে মুখোমুখি, তাই প্রতিবেশীদের পরস্পরের গোপনীয়তা প্রকাশের আশঙ্কা খুবই বেশি। আবার অনেকে তো তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে না। বরং অনেক উঁচু ঘরওয়ালারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের জানালা দিয়ে প্রতিবেশীর নিচু ঘরে উঁকি মারে। অথচ এটা হল, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিবেশীর সম্ভ্রম লুটা এবং হারাম কাজের অসীলা ও মাধ্যম। এরই কারণে বহু ফিৎনা ও ফ্যাসাদ সংঘটিত হয়েছে। এটা যে অত্যধিক বিপজ্জনক কাজ, তার প্রমাণে এই একটি দলীলই যথেষ্ট যে, কেউ উঁকি মারলে তার চোখ নষ্ট করে দিলে শরীয়তে তার কোন দিয়াত বা বিনিময় নেই। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَن يَفْقَؤُوْا عَيْنَهُ)) رواه مسلم وفي رواية: ((فَفَقَؤُوْا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَّةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٠٢٢]

"যে ব্যক্তি অন্য লোকের বাড়িতে তাদের অনুমতি ছাড়াই উঁকি দেয়, তাদের জন্য তার চোখ নষ্ট করে দেওয়া বৈধ।" (মুসলিম) অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, "যদি তারা তার চোখ নষ্ট করে দেয়, তবে তাদেরকে না বিনিময় দিতে হবে, আর না তাদের উপর কিসাস জারী করা হবে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬০২২)

কানাকানি করা

এটা মজলিসের এক মহা আপদ এবং শয়তানের চক্রান্তসমূহের এক চক্রান্ত। এর দ্বারা সে (শয়তান) মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে

এবং একে অপরের অন্তরে সন্দেহ ভরে দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বিধান ও কারণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

((إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتىَّ تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ)) [رواه البخاري ٦٢٨٨]

"যখন তোমরা তিনজন থাকবে, তখন একজনকে ছেড়ে দুজনে কানাঘুষা করবে না। হ্যাঁ, যদি লোকের সমাগম হয়, তবে দোষ নেই। কেননা, এতে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হতে পারে।" (বুখারী ৬২৮৮) আর এরই পর্যায়ভুক্ত হল, চতুর্থজনকে ছেড়ে তিনজনে কানা-কানি করা। এইভাবে কোনো একজনকে ছেড়ে কানাঘুষা করা। আর তাদের ব্যাপারটাও অনুরূপ যে দুজন এমন ভাষায় কথা বলে, যা তৃতীয়-জন বুঝে না। নিঃসন্দেহে এতে তৃতীয়জনের প্রতি এক প্রকার তুচ্ছভাব প্রকাশিত হয় অথবা তার নিকট সন্দিগ্ধ হয় যে, তারা তার বিরুদ্ধে কিছু বলাবলি করছে।

গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলানো

গাঁটের (টাকনু গিরা) নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া মানুষের নিকট সামান্য ব্যাপার হলেও, আল্লাহর নিকট তা অতীব বড় অপরাধ। অনেকের পোশাক তো যমীন স্পর্শ করে। আবার কারো করো পিছনের অংশ মাটির সাথে ছেঁচড়ায়। আবূ যার-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَـيْهِمْ، وَلاَ يُـزَكِّيْهِمْ وَلَهُـمْ عَذَابٌ عَلِيْمٌ: الْمُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلَفِ الْكَاذِبِ)) رواه مسلم ١٠٦

“তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (আর তারা হল) যে গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলায়, যে দানের কথা প্রচার করে এবং যে মিথ্যা কসম খেয়ে পণদ্রব্য বিক্রি করে।” (মুসলিম ১০৬)

আর যে বলে, আমি তো আমার কাপড় অহঙ্কার করে ঝুলাই না, তার নিজেকে দোষমুক্ত করার এই ঘোষণা গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ, যারা গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলায়, তাদের ব্যাপারে ঘোষিত শাস্তি অনির্দিষ্ট। অহংকার করে ঝুলাক কিংবা বিনা অহংকারে ঝুলাক, এ সবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যার প্রমাণ নবী করীম-ﷺ-এর (নিম্নের) বাণী,

((مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٥٥٧١]

“গাঁটের নিচে লুঙ্গি (প্যান্ট, পায়জামা ইত্যাদির) ঝুলে থাকা অংশটুকু জাহান্নামে যাবে।” (আহমদ, সহীহুল জামে ৫৫৭১) তবে তা যদি অহঙ্কার ক’রে হয়, তাহলে শাস্তি আরো কঠিন হবে। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [رواه البخاري ٣٦٦٥]

“যে ব্যক্তি অহঙ্কার ক’রে তার কাপড় ঝুলায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।” (বুখারী ৩৬৬৫) কারণ, সে দু’টি হারাম কাজ এক সাথে সম্পাদন করে। প্রত্যেক পরিহিত লেবাস মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়ানো হারাম। যার প্রমাণ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত এই হাদীস,

((الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعَمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئاً خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُر اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [رواه أبوداود وهو في صحيح الجامع ٢٧٧٠]

"লুঙ্গি, প্যান্ট, কামীস (জামা) ও পাগড়িকেই (সাধারণতঃ) গাঁটের নিচে ঝুলানো হয়। যে-ই এ সবের কোনো কিছু অহঙ্কারবশে মাটির নিচে ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না।" (আবূ দাউদ, সহীহুল জামে ১৭৭০) আর যেহেতু বাতাস ইত্যাদির কারণে মহিলাদের পা খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাই তাদের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, তারা এক বিঘত অথবা পা ঢাকার জন্য যতটা দরকার, ততটা পরিমাণ কাপড় ঝুলাতে পারে। তবে তাদের জন্যও সীমালঙ্ঘন করা বৈধ হবে না। যেমন, বিবাহ-শাদীর সময় অনেক পাত্রীর কাপড় কয়েক বিঘত এবং কয়েক মিটার পর্যন্ত নিচে ঝুলতে থাকে। আবার কখনো এত লম্বা হয় যে, অন্য কাউকে তার (পাত্রীর) পিছন দিক ধরে থাকতে হয়।

পুরুষদের যে কোনো আকারের সোনার জিনিস ব্যবহার করা

আবূ মুসা আশআরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٢٠٧]

"আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য রেশমী কাপড় ও সোনা হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ২০৭) আজকাল বাজারে বিশেষ করে পুরুষদের জন্য

তৈরী হয়েছে বিভিন্ন রকমের সোনার ঘড়ি, চশমা, বোতাম, কলম, চেন এবং চাবির রিং, এগুলো সোনার হয় কিংবা সোনার পানি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে রঙ করা হয়। আর অনেক প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসাবে যে সোনার ঘড়ির ঘোষণা দেওয়া হয়, সেটাও এই অবৈধ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আনব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখে তা খুলে ফেলে দিলেন। অতঃপর বললেন,

((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِن نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟!)) فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ: لاَ وَاللهِ لاَآخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ [رواه مسلم ٢٠٩٠]

"তোমাদের মধ্যে কে আছে এমন যে আগুনের টুকরা হাতে পুড়তে চায়, তবে সে যেন এটাকে হাতে পুড়ে নেয়? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সেখান থেকে চলে গেলে ঐ লোককে (যার হাত থেকে আংটি ফেলে দেওয়া হয়) বলা হল, তুমি তোমার আংটি উঠিয়ে নাও, তার দ্বারা উপকৃত হবে। সে বলল, না, আল্লাহর শপথ! যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ফেলে দিয়েছেন, তা আমি কখনোও নেব না।" (মুসলিম ২০৯০)

মহিলাদের খাটো, পাতলা ও অতি সংকীর্ণ কাপড় পরিধান করা

বর্তমানে আমাদের শত্রুরা আমাদের উপর একটি আক্রমণ এইভাবেও চালিয়ে যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ডিজাইনের এবং রকমারি রকমারি লেবাস-পোশাক তৈরী করে মুসলিম সমাজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

এগুলো এত খাটো, পাতলা এবং সংকীর্ণ যে, লজ্জাস্থান, বা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে পারে না। এর মধ্যে অনেক পোশাক এমন যে, তা মহিলাদের মাঝে ও মাহরাম পুরুষের সামনে হলেও, পরা জায়েয নয়। আর এই ধরনের পোশাক শেষ যামানার মহিলাদের মাঝে যে আবির্ভাব ঘটবে, সে ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত জানিয়ে দিয়ে গেছেন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-। আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا)) [رواه مسلم ٢١٢٨]

"দোযখীদের এমন দুটি দল রয়েছে যাদের আমি দেখেনি। তাদের এক দলের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে। তা দিয়ে তারা লোকদের মারবে। আর এক দল হবে নারীদের। তাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ দেখাবে। গর্বের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথে চলবে। উটের উঁচু কুঁজের মত করে খোপা বাঁধবে। এসব নারী কখনোও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।" (মুসলিম২১২৮) আর অনেক মহিলারা নিচে থেকে উপর পর্যন্ত লম্বা ফাঁক বিশিষ্ট যে পোশাক পরে অথবা যার অনেক দিক খোলা, বসলে তার লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই পোশাকগুলোও

উক্ত (হারাম) পোশাকের পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া এতে অমুসলিমদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয় এবং তাদের আবিষ্কৃত ঘৃণিত ডিজাইনে তাদের অনুকরণ করা হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

খারাপ-অশ্লীল ছবি বিশিষ্ট পোশাকগুলোও বিপজ্জনক জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, গায়কদের ছবি, কোন বাদক দলের ছবি, মদের বোতলের ছবি এবং শরীয়তে হারাম এমন প্রাণীর ছবি অথবা থাকে ক্রশ চিহ্ন বা কোন ক্লাবের সংকেত চিহ্ন কিংবা কোন নোংরা সংস্থার ছবি বা মান-মর্যাদা হানিকর জঘন্য বাক্য। আর এগুলো সব বেশীরভাগ লেখা থাকে বিদেশী ভাষায়।

পরচুলা লাগানো

আসমা বিনতে আবূ বাকার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ الله، إِنَّ لِي ابْنَةً عَرِيْساً وَ إِنَّهُ أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ: ((لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ والمؤصلة)) [رواه مسلم]

"একজন স্ত্রীলোক নবী করীম-ﷺ-কে বলল, আমার বিবাহিতা মেয়ের বসন্ত রোগ হয়েছে। ফলে তার মাথার চুল উঠে গেছে। তার মাথায় কি পরচুলা লাগাতে পারি? তিনি বললেন, আল্লাহ পরচুলা ব্যবহারকারিণী এবং যে ব্যবহার করায় উভয়কে লানত করেছেন।" (মুসলিম২১২২) আর জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً)) [رواه مسلم ٢١٢٦]

“যে মহিলা স্বীয় মাথায় পরচুলা লাগায়, তাকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তিরস্কার করেছেন।” (মুসলিম) বর্তমানে পরচুলা ব্যবহারের নমুনা হল, কৃত্রিম চুলের খোঁপা লাগানো এবং কেশবিন্যাস করা। আর যেখানে কেশের পারিপাট্য সাধন হয়, সে স্থান হল বহু অন্যায়ের কেন্দ্রস্থল। অনুরূপ নিজের আসল চুলের সাথে পরচুলা লাগানোও এই হারাম কাজের পর্যায়ভুক্ত বিষয়, যা অসভ্য অনেক নায়ক ও নায়িকারা সিনেমা ও যাত্রায় লাগিয়ে থাকে।

নারী-পুরুষের একে অপরের সাদৃশ্য গ্রহণ করা

বান্দাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃতি হল, পুরুষ তার সেই পুরুষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যার উপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং নারীরাও তাদের নারীত্বের উপর কায়েম থাকবে, যার উপর আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর এটা এমন প্রাকৃতিক নিয়ম, যার যত্ন না নেওয়া ব্যতীত মানুষের জীবন সঠিকভাবে প্রচলিত হতে পারে না। তাই পুরুষদের নারীর অনুকরণ করা এবং নারীদের পুরুষের অনুকরণ করা হল প্রকৃতির বিপরীত। এতে ফিৎনা ও ফ্যাসাদের দরজা উন্মুক্ত হয় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার প্রসার ঘটে। শরীয়তে এ কাজ হারাম। তাছাড়া এ কাজ সম্পাদনকারী শরীয়ত কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, এ কাজ হারাম ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে,

((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)) [رواه البخاري ٥٨٨٥]

“নারীদের অনুকরণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের অনুকরণকারিণী নারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-লানত করেছেন।” (বুখারী ৫৮৮৫) ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে,

((لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ)) [رواه البخاري ٥٨٨٦]

“নবী করীম-ﷺ-নারীদের বেশধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের বেশধারণকারিণী নারীদেরকে লানত করেছেন।” (বুখারী ৫৮৮৬) আর এই অনুকরণ কখনো চালচলন ও আচার ব্যবহারের মাধ্যমে হয়। যেমন, শরীরকে মহিলার আকৃতিতে পরিবর্তন করা এবং মহিলার ভঙ্গীতে কথা বলা ও চলাফেরা করা। আবার কখনো পোশাক-পরিচ্ছদে হয়। সুতরাং পুরুষের জন্য সোনার হার, কঙ্কণ এবং কানের দুল ইত্যাদি ব্যবহার করা বৈধ নয়। যেমন, অনেক অসভ্যদের মধ্যে মহিলাদের মত বড় বড় চুল রাখার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। (যাকে হিপী চুল বলে)। অনুরূপ মহিলাদের জন্য এমন পোশাক পরিধান করা বৈধ নয়, যা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট। বরং তাদের উপর ওয়াজিব হল এমন পোশাক পরা, যা ডিজাইনে ও আকৃতিতে পুরুষদের বিপরীত হবে। আর এই পোশাক-পরিচ্ছদে তাদের (পুরুষ ও মহিলাদের) একে অপরের বিরোধিতা করা ওয়াজিব হওয়ার দলীল হল, আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে মার্ফু সনদে বর্ণিত (নিম্নের) হাদীস, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ المَرْأَةِ، وَالمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ)) [رواه أبوداود وهو في صحيح الجامع ٥٠٧١]

“নারীর পোশাকধারী পুরুষ এবং পুরুষের পোশাকধারিণী নারীদের প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন।” (আবু দাউদ, সহীহুল জামে ৫০৭১)

কালো রঙে চুল (দাড়ী) রঙানো

সঠিক উক্তি অনুযায়ী এ কাজ হারাম। কেননা, নবী করীম-ﷺ-থেকে এ কাজের শাস্তির কথা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

((يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الحَمَامِ لاَيَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةَ)) [رواه أبوداود وهو في صحيح الجامع ٨١٥٣]

“শেষ যামানায় এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটবে, যারা পায়রার কালো বুকের মত চুলকে কালো রঙে রঙাবে। আর এই কারণে তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।” (আবু দাউদ, সহীহুল জামে ৮১৫৩) আর এই কাজটা তাদের মধ্যে বেশী প্রচলিত যাদের মস্তকে বার্ধক্যের শুভ্রতা প্রকাশ লাভ করে। তারা তখন কালো রঙের দ্বারা তা পরিবর্তন করে দেয়। ফলে তাদের এই কাজ বহু ফিৎনা ও ফ্যাসাদের জন্ম দেয়। যেমন, প্রতারণা, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন এবং প্রকৃত রূপের পরিবর্তে নকল রূপের প্রকাশন। আর নিঃসন্দেহে এতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে মন্দ প্রভাব পড়ে এবং এর দ্বারা এক প্রকার ধোঁকায় মানুষকে পড়তে হয়। সঠিক সূত্রে রাসূলে করীম-ﷺ-সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি তাঁর শুভ্র চুল পরিবর্তন করতেন মেহেদী ও হলদে, লাল এবং খয়েরী ধরনের রঙ দিয়ে। অনুরূপ মক্কা বিজয়ের দিন যখন আবূ ক্বুহাফা (আবূ বাকার-ﷺ-র পিতা)কে আনা হল, তাঁর মাথার ও দাড়ির চুল অত্যধিক পেকে যাওয়ার কারণে সাদা ফুলের মত দেখাচ্ছিল। তাই

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "অন্য কোন রঙ দ্বারা এর চুলের রঙ পরবির্তন করে দাও, তবে কালো রঙ থেকে বিরত থাকবে।" (মুসলিম)

সহী উক্তি অনুযায়ী এ ব্যাপারে মহিলারাও পুরুষদের মত। তারাও তাদের চুলকে কালো রঙে রঙাতে পারবে না।

কাপড়, দেওয়াল এবং কাগজ ইত্যাদিতে কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ)) [رواه البخاري ومسلم ٥٩٥٠-٢٩١٠]

"কিয়ামতের দিনে ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি হবে।" (বুখারী ৫৯৫০, মুসলিম ২৯১০) অনুরূপ আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকেও মার্ফু সূত্রে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً...))

[رواه البخاري ٥٩٥٣]

"তার চাইতে বড় যালেম কে আছে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করতে চায়? সুতরাং তারা একটি শস্যদানা অথবা একটি ধূলিকণা সৃষ্টি করুক।" (বুখারী৫৯৫৩) ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকেও বর্ণিত যে,

((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً فَتُعَذِّبُ فِي جَهَنَّمَ)) قال ابن عباس: إِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَرُوْحَ فِيْهِ)) [رواه مسلم ٢١١٠]

"প্রত্যেক মূর্তি বা ছবি নির্মাতা জাহান্নামে যাবে। সে যেসব মূর্তি বা ছবি বানিয়েছে, প্রত্যেকটির পরিবর্তে এমন জীব তৈরা করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে আযাব দিতে থাকবে।" ইবনে আব্বাস-ﷺ-বলেন, যদি তুমি একান্ত করতেই চাও, তবে গাছ ও আত্মাবিহীন বস্তুর ছবি বানাও।" (মুসলিম ২১১০) এই হাদীসগুলির দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষ এবং ছায়া বিশিষ্ট, বা ছায়াহীন সমস্ত জীব-জন্তুর ছবি হারাম। তাতে এ ছবি ছাপানো হোক অথবা নক্সা করা হোক কিংবা কোনো কিছুতে খোদাই করে বানানো হোক বা কোনো কিছু চেচে-ছিলে তৈরী করা হোক বা পাথরাদি কেটে বানানো হোক অথবা তৈরী কোন ছাঁচে রেখে বানানো হোক, এ সবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, ছবির হারাম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি সব রকমের ছবিকেই পরিব্যাপ্ত।

মুসলিমের উচিত শরীয়তী উক্তির সামনে নিজেকে অবনত করে দিবে এবং এই বলে বিতর্কে লিপ্ত হবে না যে, আমি তো না তার (ছবির) ইবাদত করি, আর না তার জন্য সিজদা করি। জ্ঞানী যদি জ্ঞান চক্ষু দিয়ে বর্তমানে ছবির সম্প্রসারণের কারণে যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়েছে, তার কেবল একটি ফ্যাসাদের প্রতি লক্ষ্য করে ও ভাবে, তবে শরীয়তে ছবি হারাম হওয়ার কৌশলগত দিক সম্পর্কে সে জেনে যাবে। এই ছবি থেকে যে মহা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয় তা হল, এতে চাহিদা ও কামভাব উদ্দীপিত হয়। বরং এই ছবির কারণে ব্যভিচারে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মুসলিমের উচিত স্বীয় ঘরকে প্রাণীর ছবি থেকে সংরক্ষিত রাখা। যাতে এটা বাড়িতে ফেরশেতাদের প্রবেশের পথে অন্তরায়ের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيْرُ)) [رواه البخاري ٣٢٢٥]

"সে বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না, যে বাড়িতে কুকুর ও ছবি থাকে।" (বুখারী ৩২২৫) অনেক ঘরে তো কাফেরদের উপাস্যসমূহের মূর্তি পাওয়া যায়। এগুলো উপহার ও বাড়ির সৌন্দর্য বলে রাখে। অথচ অন্য ছবির তুলনায় এগুলোর হারাম হওয়ার ব্যাপারটা আরো শক্ত। অনুরূপ যে ছবি (বাঁধিয়ে) টাঙিয়ে রাখা হয়, তার অপরাধ তার তুলনায় অনেক বেশী, যা টাঙিয়ে রাখা হয় না। কারণ, এই ধরনের টাঙিয়ে রাখা অনেক মূর্তির পূজাপাঠ হয়। এরই কারণে অনেক চাপা দুঃখ জেগে উঠে এবং অনেকে পূর্বপুরুষদের ছবি দেখে গর্ব করে। আর ছবি কেবল স্মরণার্থে রেখেছি, এমন কথা বলাও ঠিক নয়। কারণ, প্রিয়জনের বা কোন নিকটত্ব মুসলিমের প্রকৃত স্মরণ হয় অন্তরে। অন্তর থেকে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হয় এবং তার উপর রহমত বর্ষণের দুআ' করতে হয়। অতএব প্রত্যেক ছবি বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, বা মিটিয়ে দেওয়া উচিত। তবে যেসব ছবি বের করা ও মিটানো অসম্ভব ও কঠিন, সে ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। যেমন, কৌটা, অভিধান এবং ঐ সব কিতাবসমূহে বিদ্যমান ছবি, যার দ্বারা উপকৃত হয়। পারলে এগুলো মিটানোর প্রচেষ্টা নিবে। আর এমন জিনিস থেকে বিরত থাকবে, যার মধ্যে কুৎসিত ছবি থাকে। হ্যাঁ, প্রয়োজনের দাবীতে ছবি রাখতেও পারবে। যেমন, ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য রাখা। অনেক আলেমগণ এমন ছবিও রাখার অনুমতি দিয়েছেন, যা তুচ্ছভরে পায়ের তলে দলিত ও মথিত করা হয়। "তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরা তাগাবূন ১৬)

মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলা

মর্যাদা অথবা মানুষের মাঝে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা আর্থিক সম্পদ লাভের লক্ষ্যে বা আপন শত্রুদের মনে ভয় সঞ্চার করার কারণে

ও আরো বিবিধ উদ্দেশ্যে অনেকে এমন মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে মানুষদের শুনায় যা তারা প্রকৃতপক্ষে দেখে থাকে না। আবার অনেক সাধারণ মানুষ এই মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত হয়। কারণ, তারা স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তার উপর বলিষ্ঠ আস্থা রাখে। যে মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলে, তার কঠোর শাস্তির কথা উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَن يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَالَمْ تَرَ، أَوْيَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ الله ﷺ مَالَمْ يَقُلْ)) [رواه البخاري ٣٥٠٩]

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হল, মানুষের পরের বাপকে বাপ বলা, অথবা আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখায়, যা সে দেখেনি। (অর্থাৎ, সে যা দেখেনি তা দেখেছি বলে শোনায়) কিংবা এমন কথা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছন বলে, যা তিনি বলেননি।" (বুখারী ৩৫০৯) তিনি-ﷺ-অন্য হাদীসে বলেছেন,

((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ، كُلِّفَ أَن يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَن يَفْعَلَ...)) [رواه البخاري ٧٠٤٢]

"যে ব্যক্তি এমন কোনো স্বপ্ন দেখার দাবী করে, যা প্রকৃতপক্ষে সে দেখেনি, তাকে (কিয়ামতে) দু'টি যবের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে আদেশ করা হবে। অথচ সে তা কখনই করতে পারবে না।" (বুখারী)

কবরস্থানের অসম্মান করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)) [رواه مسلم ٩٧١]

কারো অঙ্গারের উপর বসা, যা তার কাপড় জ্বালিয়ে তার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এটা তার জন্য কবরের উপর বসা অপেক্ষা উত্তম।" (মুসলিম) একদল মানুষ তো কবরকে পা দিয়ে দলে। তারা যখন কোনো মৃতকে কবরস্থ করার জন্য যায়, তখন পার্শস্থ কবরকে বেপরোয়াভাবে পা ও জুতাসহ মাড়িয়ে যায়। মৃতদের এই আবাসের তারা কোন সম্মান করে না। এটা যে খুবই বড় অপরাধ সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِيْ بِرِجْلِيْ أَحَبُّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِم)) [رواه ابن ماجة وهو في صحيح الجامع ٥٠٣٨]

"জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর অথবা (ধারালো) ছুরির উপর চলা কিংবা আমার পায়ের সাথে জুতাকে সিলাই করা, আমার নিকট কোনো মসুলিমের কবরে চলার অপেক্ষা অনেক অনেক শ্রেয়।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৫০৩৮) এই যদি হয় কবরে চলার অপরাধ, তাহলে যে কবরের যমীনকে আত্মসাৎ ক'রে সেখানে কোন ব্যবসা কেন্দ্র বা বাসস্থান নির্মাণ করে, তার কি হতে পারে? আবার কিছু অসভ্য লোকেরা আছে, যারা কবরে প্রস্রাব-পায়খানা করে। তারা যখন প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন বোধ করে, তখন তারা কবরস্থানে প্রবেশ করে এবং নিজেদের এই দুর্গন্ধময় ও অপবিত্র জিনিস দ্বারা মৃতদের কষ্ট দেয়। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ)) [رواه ابن ماجة وهو في صحيح الجامع ٥٠٣٨]

“আমার নিকট কবরে প্রস্রাব-পায়খানা করা ও বাজারের ঠিক মধ্যস্থলে করা সমান।” (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৫০৩৮) অর্থাৎ, কবরে প্রস্রাব-পায়খানা করা ঐরূপ জঘন্য, যেরূপ বাজারের মধ্যস্থলে জনসমাবেশে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে (বেহায়ার মত) প্রস্রাব-পায়খানা করা জঘন্য। আর তারাও এই ধমকের অন্তর্ভুক্ত, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্গন্ধময় নোংরা জিনিস কবরের মধ্যে নিক্ষেপ করে। (বিশেষ করে পরিত্যক্ত কবরে এবং যার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে)। কবর যিয়ারত করার আদব হল, তার পাশ দিয়ে যাতায়াতের প্রয়োজন হলে জুতা খুলে নিবে।

পেশাবের ছিটে থেকে অসতর্কতা

ইসলামের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটাও এক বড় বৈশিষ্ট্য যে, ইসলাম মানুষের অবস্থা উপযোগী সমস্ত বিষয় তুলে ধরেছে। তাতে অপবিত্রতা দূর করার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। আর এরই জন্য পানি অথবা মাটির সাহায্যে অপবিত্রতা দূর করার বিধান জারী করা হয়েছে। পরিষ্কার-পরিছন্নতা কিভাবে অর্জন করতে হয়, তার তরীকাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে অনেকে অপবিত্রতা দূরীকরণের ব্যাপারে অসতর্কতা অবলম্বন করে। যার কারণে তাদের কাপড়ে ও শরীরে নাপাক জিনিস লেগে যায়। ফলে তাদের নামায শুদ্ধ হয় না। এ ছাড়াও এটা যে কবরের আযাব হওয়ার কারণসমূহের অন্যতম কারণ, সে কথা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-জানিয়ে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُوْرِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى[وفي

رواية: وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ] كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)) [رواه البخاري ومسلم ٢١٦-٢٩٢]

"একদা নবী করীম-ﷺ-মদীনার কোনো এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি এমন দুই ব্যক্তির শব্দ শুনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তাই তিনি বললেন, এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে কোন বড় কিছুর জন্য আযাব হচ্ছে না। অতঃপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা বড় পাপ। এদের মধ্যে একজন নিজের পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না এবং দ্বিতীয়জন চুগলী করে বেড়াত।" (বুখারী২১৬-মুসলিম২৯২) বরং তিনি-ﷺ-বলেছেন যে, "অধিকাংশ কবরের আযাবের কারণ হয় পেশাবের ছিটা।" (আহমদ) পূর্ণরূপে পেশাবের কাজ শেষ না করে তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়া অথবা এমনভাবে ও এমন স্থানে পেশাব করা, যেখানে তার পেশাব তারই উপর ফিরে আসে কিংবা ঠিকমত পানি বা মাটি দিয়ে পরিষ্কার না করা বা এ ব্যাপারে অসতর্কতা অবলম্বন করা ইত্যাদি সবই হল, তার (পেশাবের) ছিটে থেকে সাবধান না থাকা পর্যায়ভুক্ত। আর বর্তমানে তো এ ব্যাপারে কাফেরদের অনুকরণ করা হয়। যেমন, হাত-মুখ ধোয়ার স্থানগুলোতে দেওয়ালের সাথে সংযুক্ত ও উন্মুক্ত প্রস্রাবখানাও থাকে। সেখানে মানুষ এসে আগমনকারী ও প্রত্যাগমনকারী সকলের সামনে নির্লজ্জের মত প্রস্রাব করে, এই অপবিত্র অবস্থায় স্বীয় পোশাক পরে চলে যায়। আর এইভাবে সে একই সাথে দু'টি হারাম কাজ সম্পাদন করে বসে। (১) সে মানুষের দৃষ্টি থেকে তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করে না। (২) লজ্জাস্থান পরিষ্কার করে না এবং পেশাবের ছিটে থেকে বাঁচে না।

মানুষের অগোচরে কথা শোনা যা তারা পছন্দ করে না

মহান আল্লাহ বলেন, "গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।" (সূরা হুজুরাত ১২) ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((مَن اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَة)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٠٠٤]

"যে ব্যক্তি মানুষের অগোচরে কথা শুনবে, যা তারা অপছন্দ করে, কিয়ামতের দিন তার দুই কানে সীসা গলিয়ে ঢেলে দেওয়া হবে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬০০৪) আর যদি সে মানুষের কথা তাদের অজ্ঞাতে শোনে এবং তাদের ক্ষতি করার জন্য সে কথা অন্যের নিকটেও পৌঁছে দেয়, তাহলে সে গুপ্তচরের পাপের সাথে সাথে চুগলী করার পাপেরও ভাগীদার হবে। আর চুগলখোর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উক্তি হল,

((لاَيَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ)) [رواه البخاري ٦٠٥٦]

"চুগলখোর কখনোও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী ৬০৫৬)

প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণ

পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ তাঁর মহান গ্রন্থে প্রতিবেশী সম্পর্কে অসীয়ত ক'রে বলেন,

﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ

وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً﴾ [(النساء:٣٦]

"তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোনো কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না।।" (সূরা নিসা ৩৬)

প্রতিবেশী মহান অধিকারের দাবী রাখে বিধায় তাকে কষ্ট দেওয়া হল হারাম জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। আবূ শোরাইহ-ﷺ-থেকে মার্ফু সনদে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ، قِيْلَ: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ))البخاري ٦٠١٦

"আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়।" জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, "যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" (বুখারী ৬০১৬) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-প্রতিবেশীর প্রশংসা করাকে ও তার নিন্দা করাকে যথাক্রমে তার প্রতি অনুগ্রহের ও তার অনিষ্টের মানদণ্ড নির্ণয় করেছেন। যেমন, ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, আমি প্রতিবেশীর ভাল করলাম, না মন্দ করলাম, এটা জানার উপায় কি? তিনি বললেন,

((إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ

يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٢٣]

"যখন তোমার প্রতিবেশীদেরকে "তুমি অনুগ্রহ করেছ" এ কথা বলতে শুনবে, তখন জানবে তুমি ভাল করেছ। আর যখন তোমার প্রতিবেশীদেরকে "তুমি মন্দ করেছ" বলতে শুনবে, তখন জানবে তুমি মন্দ করেছ।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬২৩) প্রতিবেশীকে বিভিন্ন আকারে কষ্ট দেওয়া হয়। যেমন, উভয়ে শরীক এমন দেওয়ালে তাকে খুঁটি গাড়তে না দেওয়া অথবা তার বিনা অনুমতিতে তার (দেওয়ালের) উপর কোন কিছু নির্মাণ করে (তার বাড়িতে) সূর্যের তাপ ও হাওয়া আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া কিংবা তার ঘরের দিকে জানালা খুলে তার গোপনীয় জিনিস দেখার জন্য উঁকি দেওয়া বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী শব্দের দ্বারা কষ্ট দেওয়া, যেমন, দরজা খটখটানোর শব্দ ও চিৎকার ধ্বনি, বিশেষ করে শোয়ার ও আরাম করার সময়, অথবা তার সন্তানাদিদের মারধর করা এবং নোংরা আবর্জনা তার দরজার সামনে নিক্ষেপ করা। আর এই আচরণ যদি একেবারে নিকটের প্রতিবেশীর সাথে করা হয়, তবে পাপ আরো বড় ও দ্বিগুণ হবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ.. لَأَن يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ)) [رواه الإمام أحمد]

"কোনো ব্যক্তির দশজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করা প্রতিবেশীর মহিলার সাথে ব্যভিচার করার অপেক্ষা হালকা। অনুরূপ (প্রতিবেশী ছাড়া) অন্য

দশ বাড়ি থেকে চুরি করার অপরাধ প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে চুরি করার চেয়ে হালকা।" (আহমদ) অনেক বিশ্বাসঘাতক রাত্রে তার প্রতিবেশীর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এবং তার বাড়িতে প্রবেশ করে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। সে ধ্বংস হবে কিয়ামতের দিনের কঠিন আযাব দ্বারা।

ক্ষতিকর অসীয়ত

ইসলামের সুমহান এক নীতি হল (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) "লা-যারারর অলা -যিরার" না কেউ কারো ক্ষতি করবে, আর না তারও কেউ ক্ষতি করবে।" শরীয়ত স্বীকৃত উত্তরাধিকারদের কাউকে তার বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে ক্ষতি না করা। যে এই রকম করবে, সে রাসূলে করীম-ﷺ-এর (নিম্নের) ধমকের আওতায় পড়বে।

((مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٣٤٨]

"যে অপরের ক্ষতি করবে, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন। আর যে অপরকে কষ্ট দিবে, আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬৩৪৮) আর কোনো ওয়ারেসীনকে তার বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অথবা কোনো ওয়ারেসীনের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট অধিকারের বিপরীত অসীয়ত করা, কিংবা এক তৃতীয়াংশের অধিক অসীয়ত করা হল ক্ষতিকর অসীয়তেরই প্রকারসমূহ। আবার যেখানে মানুষ শরীয়তী ফয়সালার সামনে নিজেকে নত করে না এবং যেখানে মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা হয়, সেখানে প্রাপক তার আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয় না। বরং সেই অবিচারমূলক অসীয়তই

কার্যকরী হয়, যা উকিলের তালিকাভুক্ত হয়ে থাকে। তাদের হাতের এ রকম লেখা ও উপার্জন তাদেরই ধ্বংসের কারণ হবে।

শতরঞ্চ ও পাশা (Backgamon) অক্ষর ক্রীড়া

মানুষের মাঝে প্রচলিত অনেক খেলা বহু হারাম কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে একটি খেলা হল পাশা ও দাবাজাতীয় খেলা। মানুষ এই খেলা আরম্ভ ক'রে আরো অনেক হারাম খেলার প্রতিও অগ্রসর হয়। রাসূলুল্লাহ -ﷺ-এই খেলা থেকে নিষেধ দান করেছেন। তিনি বলেছেন,

((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرَ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ)) رواه مسلم ٢٢٦٠

"যে ব্যক্তি শতরঞ্চ খেলে, সে তার হাতকে শূকরের মাংসে ও তার রক্তে রঞ্জিত করে।" (মুসলিম ২২৬০) অনুরূপ আবূ মূসা আশআরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَد عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ)) [رواه الإمام أحمد وهو في صحح الجامع ٦٥٠٥]

"যে শতরঞ্চ খেলে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬৫০৫)

মু'মিন ও অন্য কাউকে অভিসম্পাত করা

অনেক মানুষ রাগান্বিত হলে নিজের জিভকে কাবু রাখতে পারে না। তাই তাড়াতাড়ি অভিসম্পাত করে বসে। আর সে অভিশাপ করে মানুষকে, চতুষ্পদ জীব-জন্তুকে, অনড় পদার্থকে এবং দিন ও সময়কে। বরং কখনো সে নিজেকে ও নিজের সন্তানাদিদেরকেও অভিসম্পাত করে। অনুরূপ

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে লানত করে। অথচ এটা বড় অন্যায় ও বিপজ্জনক জিনিস। আবূ যায়েদ সাবেত ইবনে যাহহাক আনসারী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُوَ كَقَتْلِهِ)) [رواه البخاري ٦٠٤٧]

"মু'মিনকে অভিশাপ করা, তাকে হত্যা করার মত।" (বুখারী) আর এই কাজটা মহিলাদের দ্বারা বেশী হয়। তাই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন যে, মহিলাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহের অন্যতম কারণ হল খুব বেশী অভিশাপ করা। অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশ-কারী হবে না। এর থেকেও বড় বিপদ হল, যার প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে, সে যদি এর উপযুক্ত না হয়, তবে তা অভিশাপকারীর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হয়। ফলে সে তখন নিজের উপরেই অভিসম্পাতকারী এবং নিজেকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরকারী বিবেচিত হয়।

রোদন ক'রে কান্নাকিট করা

কোনো কোনো মহিলাদের উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে মৃত ব্যক্তির গুণ বর্ণনা ক'রে রোদন করা এবং মুখে মারা, কাপড় ফাড়া ও চুল ছিঁড়া ইত্যাদি হল, বড় বড় অন্যায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত জিনিস। কেননা, এতে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি অসন্তুষ্টির প্রকাশ পায় এবং বিপদের সময় ধৈর্যহারানোর শামিল হয়। এই কাজ যে করে তার প্রতি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-অভিশাপ করেছেন। যেমন, আবূ উমামা-ﷺ-থেকে বর্ণিত,

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ)) [رواه ابن ماجة وهو في صحيح الجامع ٥٠٦٨]

“সেই মহিলার প্রতি আল্লাহর লানত যে খামচিয়ে মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করে, আর যে বুকের কাপড় ফাড়ে এবং যে ধ্বংস ও বিপদ কামনা করে তার প্রতিও।” (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৫০৬৮) আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُوْدَ، وَشَقَّ الجُيُوْبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ)) [رواه البخاري ١٢٩٤]

“যে ব্যক্তি বিপদের সময় নিজের গালে চপেটাঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে মাতম করে এবং জাহেলী যুগের মানুষের ন্যায় ডাক পাড়ে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” (বুখারী) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ)) [رواه مسلم ٩٣٤]

“(মৃতের জন্য) বিলাপ করে ক্রন্দনকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে, কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার তৈরী পরিধেয় এবং দস্তার তৈরী জামা পরিয়ে উঠানো হবে।” (মুসলিম৯৩৪)

মুখমণ্ডলে মারা ও দাগা

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ))

[رواه مسلم ٢١١٦]

“রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মুখমণ্ডলে মারতে এবং দাগতে নিষেধ করেছেন।” (মুসলিম ২১১৬) অনেক পিতা এবং শিক্ষক ছেলেদেরকে শাসন করার

প্রয়োজনে মারাকালীন হাত ইত্যাদির দ্বারা তাদের মুখমণ্ডলে মারে। অনেক মানুষ তাদের ভৃত্যদের সাথেও অনুরূপ করে। এতে যেমন রয়েছে সেই মুখমন্ডলের অবমাননা, যদ্দ্বারা আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন, তেমনি এর দ্বারা মুখমণ্ডলে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে অনুতপ্ত হতে হবে, আবার বিনিময়েরও দাবী করা যেতে পারে।

জীব-জন্তুর মুখমণ্ডলে দাগার অর্থ এই যে, তার মুখমণ্ডলকে এমন দীপ্তিমান চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা, যাতে প্রত্যেক মনিব নিজের নিজের জানোয়ারকে চিনতে পারে অথবা হারিয়ে গেলে যেন তাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এটা হারাম কাজ। কেননা, এতে মুখমণ্ডলকে বিকৃত করা হয় এবং পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। যদি কেউ এই বলে হুজ্জত করে যে, এটা তাদের বংশের প্রথা এবং পার্থক্যসূচক চিহ্ন, তবে মুখমণ্ডল ছাড়া অন্য কোনো স্থানে দাগতে পারে।

শরীয়তী কারণ ছাড়াই মুসলিমের পারস্পর থেক বিচ্ছিন্ন থাকা

মুসলিমদের পারপরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা শয়তানের চক্রান্তসমূহের অন্যতম চক্রান্ত। অনেকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে শরীয়তী কোন কারণ ছাড়াই, কেবল টাকা-পয়সা নিয়ে মতানৈক্যের কারণে বা অন্য কোনো সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে করে নেয়। আর এই সম্পর্ক ছিন্নতা বছরের পর বছর অব্যাহত থাকে। কখনো শপথ করে যে, তার সাথে কথা বলবে না এবং মানত করে যে তার বাড়িতে প্রবেশ করবে না। পথি মধ্যে তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর কোনো মজলিসে তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে তাকে বাদ দিয়ে তার সামনের ও পিছনের লোকদের সাথে কেবল মুসাফাহা

করে। এটাই মুসলিম সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ার কারণসমূহের অন্যতম কারণ। তাই শরীয়তের বিধান এ ব্যাপারে খুবই কঠোর এবং শাস্তিও বড় কঠিন। যেমন, আবূ হুরায়রা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ)) [رواه أبوداود وهو في صحيح الجامع ٧٦٣٥]

"কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) ভায়ের সঙ্গে তিনদিনের বেশী কথাবার্তা বলা ত্যাগ করবে।" যে তিন দিনের বেশী বিছিন্ন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।" (আবূ দাউদ, সহীহুল জামে ৭৬৩৫) আর আবূ খারাশ আসলামী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ)) [رواه البخاري في الأدب المفرد]

"যে ব্যক্তি তার ভায়ের সাথে এক বছর যাবৎ সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল, সে যেন তাকে হত্যা করল।" (ইমাম বুখারী হাদীসটি তাঁর "আদাবুল মুফরাদ" নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন)। মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য এই শাস্তিই তো যথেষ্ট যে, সে মহান আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থাকবে। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا أَوْ ارْكُوا (يعني أخروا) هَذَيْنِ حَتىَّ يَفِيئَا)) [رواه مسلم ٢٥٦٥]

“প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের যাবতীয় আমল পেশ করা হয়। প্রত্যেক মু’মিন বান্দাকে আল্লাহ ক্ষমা করা হয়। তবে সেই বান্দাকে ক্ষমা করা হয় না, যার অন্য ভাইয়ের সাথে শত্রুতা থাকে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, এই দু’জনের ব্যাপারটি ততক্ষণ পর্যন্ত রেখে দাও, যতক্ষণ না তারা পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠণ করে নেয়।” (মুসলিম ২৫৬৫) তবে যে দু’জনের মধ্যে বিবাদ, তাদের একজন যদি তাওবা করতে চায়, তাহলে সে তার সাথীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সালাম করবে। এ রকম করার পরও যদি তার সাথী মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তার সালামের উত্তর না দেয়) তবে সালামকারী গুনাহ থেতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেই গুনাহগার হবে। আবূ আইয়ূব-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ)) [رواه البخاري ٦٠٧٧]

“কোনো মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভায়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখে। যখন তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে তখন এ এদিকে মুখ ফিরায় এবং ও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের দু’জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই হবে, যে সাক্ষাৎকালে প্রথমে সালাম পেশ করবে।” (বুখারী ৬০৭৭) তবে যদি কোনো শরীয়তী কারণের ভিত্তিতে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, যেমন, নামায ত্যাগ করা অথবা অশ্লীল কাজ অব্যাহতভাবে করতে থাকা, আর যদি মনে করে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করলে অন্যায়ে জড়িত ব্যক্তির জন্য উপকারী সাব্যস্ত হবে, সে সঠিক পথে ফিরে আসবে কিংবা তার অন্তরে ভুলের অনুভূতি সৃষ্টি হবে, তাহলে

তাকে পরিত্যাগ করে রাখা অপরিহার্য হবে। কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করার ফলে সে যদি আরো বেশী অন্যায়ের দিকে ফিরে যায় এবং তার অবাধ্যতা, বিরুদ্ধবাদিতা আরো বেড়ে যায়, তবে তাকে ত্যাগ করে রাখা জায়েয হবে না। কেননা, এতে শরীয়তী উদ্দেশ্য সাধিত তো হবেই না, বরং এতে ফ্যাসাদ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সে আরো বিগড়ে যাবে। অতএব, এ ক্ষেত্রে তার প্রতি অনুগ্রহ করতে থাকা এবং তাকে উপদেশ দিতে ও বুঝাবার চেষ্টা করাই হল শ্রেয়।

পরিশেষে বলি, উল্লিখত হারাম জিনিসগুলি আমি আমার সাধ্যানুসারে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে একত্রিত করেছি। মানুষের মাঝে এ জিনিসগুলির সমপ্রসারিত। মহান মালিকের পবিত্র ও সুন্দর নামের অসীলায় তাঁর নিকট এমন ভয়-ভীতির কামনা করছি, যা আমাদের ও তাঁর অবাধ্যতার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী হবে। তাঁর নিকট এমন আনুগত্যের তৌফীক কামনা করছি, যা আমাদেরকে তাঁর জান্নাতে পৌঁছে দিবে। হে আল্লাহ! আমাদের পাপরাশিকে মুছে করে দাও। আমাদের কাজে-কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লঙ্ঘিত হয়েছে, তা ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তোমার হালাল বস্তুই যেন আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়। যা তুমি হারাম করেছ, তার যেন আমরা মুখাপেক্ষী না হই। তোমার অনুগ্রহই যেন আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়। হে আল্লাহ! আমাদের তাওবাকে কবুল কর এবং আমাদের পাপকে ধুয়ে দাও। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও প্রার্থনা শ্রবণকারী।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	ভূমিকা
১৩	আল্লাহর সাথে শির্ক করা
১৪	কবরেরপূজা
১৮	যাদু, ভবিষ্যদ্বাণী ও জ্যোতিষ বিদ্যা প্রসঙ্গে
২১	তারকারাজির প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাস প্রসঙ্গে
২৩	লোক দেখানো ইবাদত
২৫	অশুভ ধারণা বা কুলক্ষণ প্রসঙ্গে
২৭	গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া
৩০	মুনাফেক ও ফাসেক লোকদের সাথে উঠা-বসা করা
৩১	নামাযে অস্থিরতা
৩৩	নামাযে অনর্থক কাজ ও খুব বেশী নড়া-চড়া করা
৩৪	মুক্তাদীর ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামকে অতিক্রম করা
৩৬	দুর্গন্ধময় কোনো জিনিস খেয়ে মসজিদে যাওয়া
৩৮	ব্যভিচার করা
৪১	সমলিঙ্গী ব্যভিচার
৪২	স্ত্রীর বিনাকারণে স্বামীর বিছানায় আসতে অস্বীকার করা
৪৩	বিনা কারণে স্ত্রীর স্বামীর নিকট তালাক্ব চাওয়া
৪৫	যিহার প্রসঙ্গে
৪৬	মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা
৪৮	নারীর মলদ্বারে সঙ্গম করা
৫০	গায়র মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনে থাকা
৫২	পরনারীর সাথে মুসাফা করা
৫৪	মহিলার সুগন্ধি মেখে পুরুষদের পাশ দিয়ে যাওয়া
৫৫	মাহরাম ছড়া মহিলার সফর করা
৫৭	ঘরে বেহায়াপনা মেনে নেওয়া

৫৮	পরের বাপকে বাপ বলা, আপন বাপকে অস্বীকার করা
৫৯	সূদ খাওয়া
৬৩	পণ্যদ্রব্যের দোষ ঢাকে বিক্রি করা
৬৫	দালালি করা
৬৬	জুয়া ও লটারি
৬৮	চুরি করা
৭১	ঘুষ নেওয়া ও দেওয়া
৭২	যমীন-জায়গা আত্মসাৎ করা
৭৪	সুপারিশ করার জন্য উপঢৌকন নেওয়া
৭৬	শ্রমিকের পারিশ্রমিক পুরাপুরি আদায় না করা
৭৮	কোনো কিছু প্রদানে সন্তানদের মধ্যে না-ইনসাফী করা
৮০	বিনা প্রয়োজনে মানুষের নিকট চাওয়া
৮২	পরিশোধ না করার নিয়তে ঋণ নেওয়া
৮৩	হারাম খাওয়া
৮৮	সোনার প্লেটে পানাহার করা
৮৯	মিথ্যা সাক্ষ্য
৯১	গান-বাজনা শোনা
৯৩	গীবত করা
৯৫	চুগলী করা
৯৬	বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে উঁকি মারা
৯৭	কানাকানি করা
৯৮	গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলানো
১০০	পুরুষদের সোনার জিনিস ব্যবহার করা
১০১	মহিলাদের খাটো, পাতলা ও অতি সংকীর্ণ কাপড় পরিধান করা

১০৩	পরচুলা লাগানো
১০৪	নারী-পুরুষের একে অপরের সাদৃশ্য গ্রহণ করা
১০৬	কালো রঙে চুল (দাড়ী) রঙানো
১০৭	কাপড় ও দেওয়াল ইত্যাদিতে কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা
১০৯	মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলা
১১০	কবরস্থানের অসম্মান করা
১১২	পেশাবের ছিটে থেকে অসতর্কতা
১১৪	মানুষের অগোচরে কথা শোনা যা তারা পছন্দ করে না
১১৪	প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণ করা
১১৭	ক্ষতিকর অসীয়ত
১১৮	শতরঞ্চ ও পাশা (Backgamon) অক্ষর ক্রীড়া
১১৮	মু'মিন ও অন্য কাউকে অভিসম্পাত করা
১১৯	রোদন ক'রে কান্নাকাটি করা
১২০	মুখমণ্ডলে মারা ও দাগা
১২১	শরীয়তী কারণ ছাড়াই একে অপরের সাথে কথা না বলা